প্রকাশনার ৮২ বছর
সাপ্তাহিক
প্রতিবেশী
সংখ্যা : ০২ ❖ ১৬-২২ জানুয়ারি, ২০২২ খ্রিস্টাব্দ

খ্রিস্টীয় ঐক্য অষ্টাহ: খ্রিস্টীয় একতার জন্য প্রার্থনা

(জানুয়ারি ১৮-২৫, ২০২২ খ্রিস্টবর্ষ)

বিশ্ব শান্তি দিবস উপলক্ষে পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিসের বাণীর সারসংক্ষেপ

বাংলাদেশ কাথলিক চার্চের মুজিব জন্মশতবর্ষ ও স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী উদ্‌যাপন

মট্‌স ইনস্টিটিউট এ কারিতাস বাংলাদেশের সুবর্ণজয়ন্তী উদ্‌যাপন

রাজশাহীতে কারিতাস বাংলাদেশের সুবর্ণজয়ন্তী উদ্‌যাপন

দড়িপাড়ার সেন্ট ফ্রান্সিস জেভিয়ার প্রাথমিক স্কুলের সুবর্ণজয়ন্তী উদ্‌যাপন

করোনা সংক্রমণ রোধে ১১টি বিধিনিষেধ

চির বিদায়ের দশম বর্ষ

দেখতে দেখতে দশটি বছর পার হয়ে গেল, তুমি আমাদের ছেড়ে আশ্রয় নিয়েছো পরম পিতার অনন্তধামে। তোমার স্মৃতি আমাদের হৃদয়ে চির অম্লান। তোমার আদর মাখানো কণ্ঠস্বর, তোমার মুখের অকৃত্রিম হাসি, তোমার অসীম স্নেহ-ভালবাসার অভাব আমরা অনুভব করছি প্রতিনিয়ত। স্বর্গধাম থেকে তুমি আমাদের আশীর্বাদ কর আমরা যেন তোমার আদর্শ জীবনে ধারণ করে সুখী হতে পারি এবং অন্যদেরও সুখী করতে পারি।

তোমার স্নেহধন্য

পরিবারবর্গ

কোড়ায়ার বাড়ি, পুরান তুইতাল, নবাবগঞ্জ, ঢাকা।

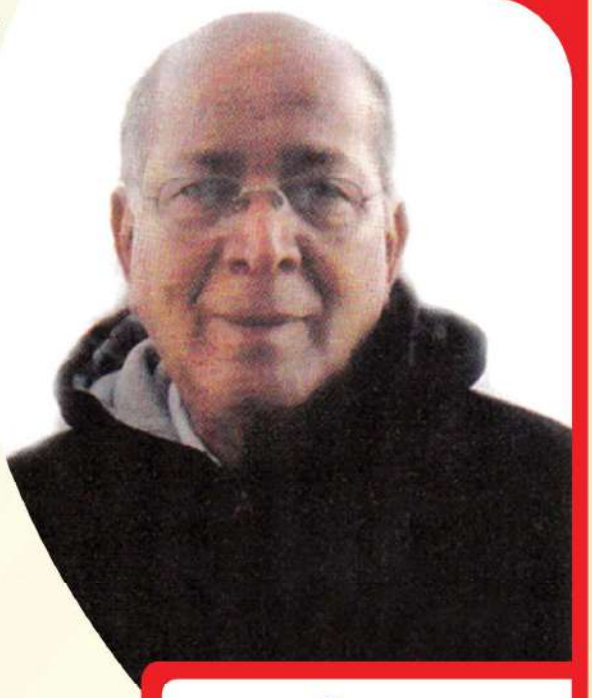

প্রয়াত ডানিয়েল কোড়ায়া

জন্ম: ২২ জানুয়ারি, ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দ

মৃত্যু: ৯ জানুয়ারি, ২০১২ খ্রিস্টাব্দ

বিজ্ঞ-০৮/২০২২

প্রয়াত মাইকেল রোজারিও

জন্ম: ১১ জুলাই, ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দ

মৃত্যু: ৯ ডিসেম্বর, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ

১৭৩/১, পূর্ব তেজতুরী বাজার

তেজগাঁও, ঢাকা-১২১৫

আদি নিবাস: মাল্লা, মঠবাড়ী মিশন

স্মৃতিতে অম্লান তুমি

"আমি পুনরুত্থান ও জীবন।
যে আমার উপর বিশ্বাস করে, সে মরলেও জীবিত হবে" (যোহন ১১:২৫)

গত ৯ ডিসেম্বর, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ সকাল ৮:৩৫ মিনিটে শরীরের শত কষ্ট প্রকাশ না করে হাসি মুখে নিরবে পৃথিবীর মোহ-মায়া ত্যাগ করে আমাদের ছেড়ে পাড়ি দিয়েছো স্বর্গরাজ্যে, প্রভুর সান্নিধ্যে। আট মাসের ব্যবধানে মাকে আর তোমাকে হারায়ে আজ আমরা শোক সাগরে ভাসছি। বাবা তুমি আছো, তুমি ছিলে, তুমি থাকবে চিরকাল আমাদের হৃদয়ে। সর্বক্ষণ তোমার পদচারনা আমরা শুনতে পাই। তোমার শূণ্যতা আমাদের খুবই কষ্ট দেয়। তুমি বেঁচে থাকবে আমাদের প্রতিটি নিঃশ্বাসে, অন্তরের মনি কোঠায়। আমরা বিশ্বাস করি তুমি পিতার কাছে স্বর্গে আছো। স্বর্গ থেকে তুমি প্রার্থনা করো আমরা যেন তোমার আদর্শ, সততা এবং শিক্ষা নিয়ে আমাদের জীবন কাটাতে পারি।

শোকার্ত পরিবারের পক্ষে

ছেলে-ছেলের বউ: স্বপন-এমিলি, প্রদিপ-ইমেল্ডা, দিলীপ-চিত্রা, তপন-বীনা
মেয়ে-মেয়ের জামাই: রানী-রমেশ, সন্ধ্যা-টমাস
নাতী-নাতীবউ: ইমন-মরিন, ইয়েন-ঝিনা, ইভান-রিপা, ইশান, ডা: ইলিয়েন
নাতীন-নাতীনজামাই: ইমা-রকি
পুতি: আবেগ, আরাব, আহান

বিজ্ঞ-১০/২০২২

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

বর্ষ : ৮২, সংখ্যা : ০২
১৬ - ২২ জানুয়ারি, ২০২২ খ্রিস্টাব্দ
২ - ৮ মাঘ, ১৪২৮ বঙ্গাব্দ

সম্পাদক

ফাদার বুলবুল আগস্টিন রিবেরু

সম্পাদকীয় বোর্ড

ফাদার কমল কোড়াইয়া
মারলিন ক্লারা বাড়ৈ
থিওফিল নিশারন নকরেক

সহযোগিতায়

সুনীল পেরেরা
শুভ পাস্কাল পেরেরা
ডেভিড পিটার পালমা

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা

ফাদার বুলবুল আগস্টিন রিবেরু

প্রচ্ছদ ছবি

সংগৃহীত, ইন্টারনেট

সার্কুলেশন ও বিজ্ঞাপন

মেরী তেরেজা বিশ্বাস
লিটন ইসাহাক আরিন্দা

বর্ণ বিন্যাস ও গ্রাফিক্স

দীপক সাংমা
নিশুতি রোজারিও
অংকুর আন্তনী গমেজ

মুদ্রণ : জেরী প্রিন্টিং

৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষীবাজার, ঢাকা - ১১০০
ফোন: ৪৭১১৩৮৮৫

চিঠিপত্র/বিজ্ঞাপন/গ্রাহক

চাঁদা/ লেখা পাঠাবার ঠিকানা
সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষীবাজার, ঢাকা - ১১০০, বাংলাদেশ
ফোন: ৪৭১১৩৮৮৫

E-mail :
wklypratibeshi@gmail.com
Visit: www.weekly.pratibeshi.org

সম্পাদক কর্তৃক খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র
৬১/১ সুভাষ বোস এভিনিউ, লক্ষীবাজার
ঢাকা-১১০০ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত

সম্পাদকীয়

সচেতনতা ও নিয়ন্ত্রিত জীবন-যাপনই করোনা চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার অন্যতম হাতিয়ার

ডিসেম্বর-জানুয়ারি যেন বাঙালি, বিশেষ করে বাঙালি খ্রিস্টানদের জন্য আনন্দ ও উৎসবের সময়। ডিসেম্বরের মাঝামাঝিতে জাতি মহাগৌরবে ও আনন্দে পালন করে বিজয়ের আনন্দ, শেষের দিকে খ্রিস্টানগণ মহানন্দে পালন করে যিশুর জন্মদিন 'শুভ বড়দিন' আর সকলে সম্মিলিতভাবে আনন্দ-স্ফূর্তিতে খ্রিস্টীয় নববর্ষকে বরণ করে নেয় জানুয়ারির ১ তারিখে। বাংলাদেশে বেশিরভাগ স্থানে ডিসেম্বরের শেষের দিনগুলো থেকে শুরু হয় বিভিন্ন স্থানে যাজকাভিষেক ও বিবাহ অনুষ্ঠান। এ দু'য়ের সাথে এখন যুক্ত হয়েছে প্রথম খ্রিস্টপ্রসাদ গ্রহণ, খ্রিস্টপ্রসাদীয় শোভাযাত্রা ও বিভিন্ন স্তরের জুবিলী উৎসব অনুষ্ঠান। বর্তমান কালে বেশ ঘটা করেই ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা সংগঠনের জুবিলী পালন করার একটি প্রবণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। জুবিলীর আনন্দে অংশ নিতে; কখনো কখনো বা মাতোয়ারা হতে বিদেশ হতেও অনেকে দেশে আসেন এবং পুরাতন স্মৃতিকে রোমন্থন করে মিলনের আনন্দে শরিক হন। মিলনের কৃষ্টি-সংস্কৃতি গড়ে তোলার জন্য উৎসবগুলো উপলক্ষ্য হতে পারে। তবে এই উৎসবগুলো পালনে সময়, পরিবেশ-পরিস্থিতি বিবেচনা করাও বুদ্ধিমানের কাজ।

গত বছরের শেষদিকে বাংলাদেশে কোভিড-১৯ আক্রমণ একটু কমে গেলে বেশির ভাগ মানুষই হুমড়ি খেয়ে পড়ে বিভিন্ন স্থানে ছুটে যেতে এবং বিভিন্ন অনুষ্ঠান আয়োজন করতে। সরকারি বিধি-নিষেধ সম্পূর্ণ উঠিয়ে না নিলেও তেমন একটা কড়াকড়িও করা হয়নি উৎসব আয়োজনে। এই সুযোগ অনেকেই যত্রতত্র ঘুরে বেরিয়েছেন, অংশ নিয়েছেন বিভিন্ন সামাজিক ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানে। মানুষের চলাচলের অবাধ প্রবাহময়তা দেখে মনে হয়েছিল কোভিড হয়তো চলেই গেছে। কিন্তু সেই নিয়ন্ত্রণহীন চলাচল, উৎসব-সমাবেশই আবার নতুন ধারাতে কোভিড ১৯ কে সচল করে তুলবে বললে ভুল হবে না।

জুবিলীর অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো নিজেকে মূল্যায়ন করা। স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তীতে বাংলাদেশের ক্ষুদ্র খ্রিস্টান সমাজও আত্ম-মূল্যায়নের সুযোগ পেয়েছে। স্বাধীনতা সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধে খ্রিস্টানদের সক্রিয় অংশগ্রহণ জানার অপূর্ব একটি সুযোগ এনেছে খ্রিস্টান সমাজে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী ও স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী পালন। গত ১১ ডিসেম্বর ২০২১ খ্রিস্টাব্দে খ্রিস্টান সমাজের পক্ষ থেকে মহাড়ম্বরে মুজিব শতবর্ষ ও স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী পালনের মধ্যদিয়ে আবারও প্রকাশ পেয়েছে দেশ ও জাতির সাথে একাত্ম হয়ে বাংলাদেশ খ্রিস্টান সমাজ সর্বদাই দেশের উন্নয়নে কাজ করে চলেছে। বাংলাদেশে খ্রিস্টানগণ সংখ্যায় অতি ক্ষুদ্র হলেও বাংলাদেশের প্রথম অস্থায়ী সরকার গঠনে সহায়তা দানে তাদের ছিল বিশেষ অবদান। যুদ্ধ চলাকালীন প্রতিটি ধর্মপল্লী ও খ্রিস্টান পরিবার হয়ে ওঠেছিল এক একটি শরণার্থী শিবির। নিজের জীবন বাজি রেখে অনেক খ্রিস্টান মিশনারীগণ মুক্তিযোদ্ধা ও শরণার্থীদের রক্ষা করেছেন। যুদ্ধ পরবর্তী সময়ে যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশকে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে কারিতাস বাংলাদেশের মাধ্যমে বাংলাদেশের খ্রিস্টান সমাজের যে অবদান তা জেনে বর্তমান সময়ের খ্রিস্টান প্রজন্ম আনন্দ করতে পারে এবং জাতি গঠনে নিজেদের মেধা ও সম্পদ ব্যয় করতে পারে। তাই এই জুবিলী পালনের মধ্যদিয়ে খ্রিস্টান মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মান জানানোর সাথে সাথে মুক্তিযুদ্ধে খ্রিস্টানদের অংশগ্রহণের কথাটিও দেশকে জানানোর সুযোগ পেয়েছে। জুবিলী পালনের প্রস্তুতিকালে জানা গেছে, খ্রিস্টানদের মধ্যে অনেক প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধা অজ্ঞতা বা উদাসীনতার কারণে সরকারি স্বীকৃতি ও সাহায্য-সহযোগিতা থেকে বঞ্চিত রয়েছেন। জুবিলী তাদের মধ্যে যেমন সচেতনতা এনেছে মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে পরিচিত হবার একইভাবে আমাদের সকলের মধ্যেও সচেতনতা আনুক মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মান করার এবং দেশের প্রয়োজনে নিজেদের স্বার্থ ত্যাগ করার। যেকোন জুবিলী পালনই যেন নিজেদের মূল্যায়নপূর্বক আনন্দ করার উপলক্ষ হয়ে ওঠুক। কারিতাস বাংলাদেশ সেবা ও ভালবাসার কাজ করে প্রতিষ্ঠানের ৫০ বছরের পূর্তিতে সেবা ও ভালবাসার উৎসব করছে। শুধু আনন্দ-স্ফূর্তি নয় সেবা-ভালবাসার উৎসব ছড়িয়ে পড়ুক জুবিলীসমূহের উদ্‌যাপনে।

উৎসব-উদ্‌যাপনের আতিশয্যে আমরা কখনো কখনো ভুলে যাই; আমার অতিরিক্ত আনন্দ অন্য অনেকের ক্ষতি করতে পারে। এই সময়ে বিবাহসহ কোন কোন সামাজিক উৎসবে কখনো কখনো ধর্মীয় উৎসবেও খরচের বাহুল্য দেখে আমরা বিস্মিত হই কিন্তু কেন প্রশ্ন করি না- এতো অর্থ ব্যয় কি আদৌ প্রয়োজন! পানীয়, খানা-পিনা, পোষাক-আশাকে অত্যাধিক খরচ করছি নিজের স্ট্যাটাস দেখানোর জন্য: অন্যের চোখে ভালো থাকার জন্য। কিন্তু নিজের কাছে কতটা ভালো থাকি। পরিবারকে কতটা ভালো রাখি। ঋণ করে জাঁকজমকপূর্ণ শুভ বিবাহ অনুষ্ঠানটিকে কিছুদিন পরেই ঋণের বোঝা টানতে টানতে অশুভ করে তুলি। তাই এখনই সচেতন হতে হবে। মনে রাখতে হবে জীবনের জন্য উৎসব। উৎসবের জন্য জীবন নয়। যা করলে পরে আমাদের জীবনে কষ্ট আসে আমরা সে ধরণের উৎসব করবো না। সহজ-সরল, সাধাসিধে জীবন পরিচালনা করে জীবনের জয়গানে মাতি। করোনা আমাদেরকে সহজ-সরলভাবে জীবনকে দেখতে ও উদ্‌যাপন করতে সুযোগ এনে দিয়েছিল। আমাদের অনিয়ন্ত্রিত জীবন-যাপন, যেনতেনভাবে বাহারি উৎসবে অংশগ্রহণ আমাদেরকে আবার ওমিক্রমের হুমকির মুখে ফেলে দিচ্ছে। এমনিতর অবস্থায় সরকার নির্দেশিত সাধারণ বিধি-নিষেধগুলো যথাযথভাবে মান্য করে কোভিড-১৯ জয়ের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করি॥ †

যিশু চাকরদের বললেন,'জালাগুলো জলে ভর্তি কর।' তারা সেগুলোকে কানায় কানায় ভর্তি করে দিল। (**যোহন ২:৭**)

অনলাইনে সাপ্তাহিক প্রতিবেশী পড়ুন

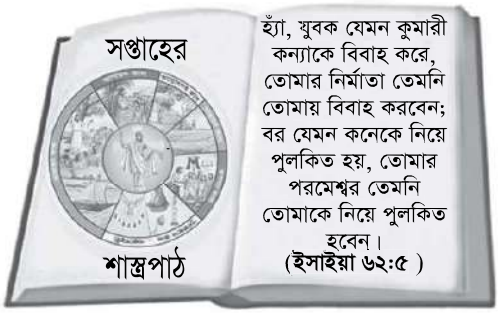

কাথলিক পঞ্জিকা অনুসারে সপ্তাহের বাণীপাঠ ও পার্বণসমূহ ১৬ - ২২ জানুয়ারি, ২০২২ খ্রিস্টাব্দ

১৬ জানুয়ারি, রবিবার
ইসা ৬২: ১-৫, সাম ৯৬: ১-৩, ৭-১০, ১ করি ১২: ৪-১১, যোহন ২: ১-১১
১৭ জানুয়ারি, সোমবার
সাধু আন্তনী, মঠাধ্যক্ষ, *স্মরণ দিবস*, ১ সামু ১৫: ১৬-২৩,
সাম ৫০: ৮-৯, ১৬-১৭, ২১+২৩, মার্ক ২: ১৮-২২
১৮-২৫ জানুয়ারি: খ্রিস্টমণ্ডলীর একতার জন্য বিশেষ প্রার্থনা সপ্তাহ
১৮ জানুয়ারি, মঙ্গলবার
১ সামু ১৬: ১-১৩, সাম ৮৯: ১৯-২১, ২৬-২৭, মার্ক ২: ২৩-২৮
১৯ জানুয়ারি, বুধবার
১ সামু ১৭: ৩২-৩৩, ৩৭, ৪০-৫১, সাম ১৪৪: ১-২, ৯-১০, মার্ক ৩: ১-৬
২০ জানুয়ারি, বৃহস্পতিবার
সাধু ফাবিয়ান, পোপ ও সাক্ষ্যমর সাধু সেবাস্টিয়ান, সাক্ষ্যমর
১ সামু ১৮: ৬-৯: ১৯: ১-৭, সাম ৫৬: ১-২, ৮-১৩, মার্ক ৩: ৭-১২
২১ জানুয়ারি, শুক্রবার
সাধ্বী আগ্নেস, কুমারী ও সাক্ষ্যমর, *স্মরণ দিবস*
১ সামু ২৪: ৩-২১, সাম ৫৭: ১-৩, ৫, ১০, মার্ক ৩: ১৩-১৯
অথবা *সাধু-সাধ্বীদের পর্বদিবসের বাণীবিতান:*
প্রত্যাদেশ ৭: ৯-১৭, সাম ১০০: ১-৩, ৫, মথি১০: ৩৪-৩৯
২২ জানুয়ারি, শনিবার
ধন্যা কুমারী মারীয়ার স্মরণে খ্রিস্টযাগ
২ সামু ১: ১-৪, ১১-১২, ১৯, ২৩-২৭, সাম ৮০: ১-২, ৪-৬, মার্ক ৩: ২০-২১

প্রয়াত বিশপ, পুরোহিত, ব্রতধারী-ব্রতধারিণী

+ ১৯৬৪ ফাদার রিচার্ড নোভাক সিএসসি (ঢাকা)
+ ১৯৭৬ ফাদার যোসেফ কচুবিলিকাকাম (ঢাকা)
১৭ জানুয়ারি, সোমবার
+ ১৯৩৮ ব্রাদার ভিতাল সিএসসি
+ ১৯৮১ সিস্টার এম. ওবার্ট আরএনডিএম (চট্টগ্রাম)
+ ২০১০ সিস্টার মেরী পলিন এসএমআরএ (ঢাকা)
১৮ জানুয়ারি, মঙ্গলবার
+ ১৯৪৬ সিস্টার এম. রুডলফ আরএনডিএম (চট্টগ্রাম)
+ ১৯৭৭ সিস্টার মেরী ফ্রান্সিস পিসিপিএ (ময়মনসিংহ)
+ ২০১০ সিস্টার মেরী ম্যাগডেলিন এসএমআরএ (ঢাকা)
+ ২০১৭ ফাদার সিলভানো গারেল্লো এসএক্স (ঢাকা)
১৯ জানুয়ারি, বুধবার
+ ১৯৪৮ সিস্টার মেরী হেলেন এসএমআরএ (ঢাকা)
+ ১৯৯১ ব্রাদার লিওনার্দো স্কালেট এসএক্স (খুলনা)
২০ জানুয়ারি, বৃহস্পতিবার
+ ২০০৪ ফাদার কমল আই. ডি'কস্তা (ঢাকা)
+ ২০১৯ সিস্টার আরতি সিসিলিয়া গমেজ সিআইসি (দিনাজপুর)
২১ জানুয়ারি, শুক্রবার
+ ১৯৯৪ ফাদার জেমস সলোমন (ঢাকা)
২২ জানুয়ারি, শনিবার
+ ১৯৮১ সিস্টার তেরেজা মারি, এসএসএমআই (ময়মনসিংহ)
+ ১৯৮৭ ফাদার ডমিনিকো বেল্লো এসএক্স (খুলনা)

ধারা - ৩
খ্রীষ্টপ্রসাদ সংস্কার

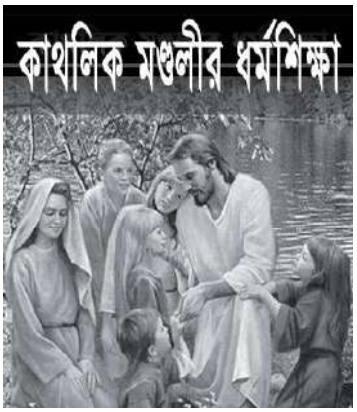

১৩৩১: পুণ্য মিলনপ্রসাদ বা পবিত্র কম্যুনিয়ন, কারণ এই সংস্কার দ্বারা আমরা নিজেদের একাত্ম করি খ্রীষ্টের সঙ্গে, যিনি তাঁর দেহ ও রক্তে আমাদের অংশভাগী করেন, একদেহ গঠন করার উদ্দেশে। আমরা একে বলি পবিত্র সামগ্রী (ta hagia; sancta) - প্রেরিতদূতদের বিশ্বাসমন্ত্রে "সিদ্ধগণের মিলন-সংযোগ" বাক্যাংশটির প্রথম অর্থ-স্বর্গদূতগণের আহার, স্বর্গ থেকে আগত রুটি, অমরত্বের ঔষধ, পাথেয় খ্রীষ্টপ্রসাদ।

১৩৩২: পবিত্র মিসা, কারণ পরিত্রাণরহস্য যা উপাসনা-অনুষ্ঠানে সম্পাদিত হয়, তা বিশ্বাসীগণকে মিসার (missio, প্রেরণ) সমাপ্তিতে প্রেরণ করা হয়, যাতে তারা তাদের প্রতিদিনের জীবনে ঈশ্বরের ইচ্ছা পূর্ণ করতে পারে।

॥গ॥ পরিত্রাণ-ব্যবস্থায় খ্রীষ্টপ্রসাদ
রুটি ও দ্রাক্ষারসের চিহ্নসমূহ

১৩৩৩: খ্রীষ্টপ্রসাদীয় অনুষ্ঠানের মূলে রয়েছে রুটি ও দ্রাক্ষারস, যা খ্রীষ্টের বাণীর দ্বারা ও পবিত্র আত্মার খ্রীষ্টের দেহ ও রক্তে পরিণত হয়। প্রভুর নির্দেশের প্রতি বিশ্বস্ততায়, তাঁর স্মরণে এবং তাঁর মহিমময় পুনরাগমন পর্যন্ত, তাঁর যাতনাভোগের প্রাক্কালে তিনি যা সাধন করেছেন খ্রীষ্টমণ্ডলী তা অব্যাহত রাখে: "তিনি রুটি হাতে নিলেন...," "দ্রাক্ষারসে পূর্ণ পাত্রটি তিনি হাতে নিলেন..." এই রুটি ও দ্রাক্ষারস, আমাদের বোধাতীতভাবে, খ্রীষ্টের দেহ ও রক্তে পরিণত হয়, এগুলো সৃষ্টির উত্তমতা প্রকাশ করতেও অব্যাহত থাকে। তাই খ্রীষ্টযাগে অর্ঘ্যনিবেদনের সময়, "মানুষের শ্রমের ফল:, কিন্তু সর্বোপরি, "ভূমি থেকে উৎপাদিত খাদ্য" ও "আঙ্গুর-রস" সৃষ্টিকর্তার দান, সেই রুটি ও দ্রাক্ষারসের জন্য সৃষ্টিকর্তাকে আমরা কৃতজ্ঞতা জানাই। রাজা-যাজক মেলকিসেদেকের "রুটি ও আঙ্গুর-রস উৎসর্গ" করার মধ্যে খ্রীষ্টমণ্ডলী তার নিজ নৈবেদ্যের পূর্বাভাস দেখতে পায়।

১৩৩৪: প্রাক্তনসন্ধিতে সৃষ্টিকর্তার প্রতি কৃতজ্ঞতা নিবেদনের চিহ্নরূপে, ভূমির প্রথম ফসলগুলোর মধ্যে রুটি ও দ্রাক্ষারস নৈবেদ্যরূপে উৎসর্গ করা হত। তবে এগুলো মিশর থেকে মহাযাত্রার প্রেক্ষাপটে এক নতুন তাৎপর্য লাভ করেছে: প্রতি বছর নিস্তারপর্বে ইহুদীদের খামিবিহীন রুটি খাওয়া মিশর থেকে তাদের মুক্তির ত্বরিৎ যাত্রা স্মরণ করায়; মরুভূমিতে মান্নার স্মৃতি ইস্রায়েলকে সর্বদা স্মরণ করিয়ে দেবে যে, তারা ঈশ্বরের বাণীময় রুটির দ্বারা জীবনধারণ করে, তাদের প্রতিদিনের রুটি হল প্রতিশ্রুত দেশের ফল, ঈশ্বরের প্রতিশ্রুতির বিশ্বস্ততার অঙ্গীকার। ইহুদীদের নিস্তারপর্বের ভোজের শেষ দিকে "স্তুতিবাদের পানপাত্র" দ্রাক্ষারসের আনন্দ উৎসবের অন্তিমকালীন দিক, অর্থাৎ জেরুসালেম-মন্দিরের পুনঃনির্মাণের জন্য প্রতিশ্রুতি মুক্তিদাতার প্রত্যাশা নির্দেশ করে। খ্রীষ্টপ্রসাদ প্রতিষ্ঠা ক'রে যিশু রুটি ও দ্রাক্ষারস আশীর্বাদ-ক্রিয়াকে নতুন ও সুনির্দিষ্ট অর্থ প্রদান করলেন।

১৩৩৫: রুটির পরিমাণ-বৃদ্ধির অলৌকিক কাজে, প্রভু যখন আশীর্বাদ করলেন, রুটি ভাঙ্গলেন এবং শিষ্যদের মাধ্যমে জনতার মাঝে আহারার্থে তা বিতরণ করলেন, তখন তিনি তাঁর খ্রীষ্টপ্রসাদের এই অতি প্রাচুর্যময় অনন্য রুটিরই পূর্বাভাস দান করেন। কানা নগরে জলকে দ্রাক্ষারসে পরিণত করার চিহ্ন যিশুর মহিমার "সময়" ঘোষণা করে। পরমপিতার রাজ্যে বিবাহভোজ সেই সময়ের পূর্ণতা প্রকাশ করে, যেখানে বিশ্বাসীবর্গ খ্রীষ্টের রক্তে পরিণত নতুন দ্রাক্ষারস পান করবে।

১৩৩৬: খ্রীষ্টপ্রসাদ সম্পর্কে যিশুর প্রথম ঘোষণা শিষ্যদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে, ঠিক যেমন যাতনাভোগের ঘোষণায় তারা বিঘ্ন পায়: "এ কথা কঠিন, তা কে শুনতে পারে'?" খ্রীষ্টপ্রসাদ ও ক্রুশ যেন তাদের কাছে অন্তরায়! এটা একই রহস্যময় সত্য এবং এটা কখনও বিভেদের কারণ হওয়া থেকে ক্ষান্ত হয় না। "তোমরাও কি চলে যেতে চাও?" যিশুর এই প্রশ্নে তাঁর প্রেমপূর্ণ আহ্বান যুগ যুগ ধরে প্রতিধ্বনিত হয়, যে-আহ্বানে একজন বুঝতে পারবে যে, তাঁর মধ্যেই নিহিত রয়েছে "অনন্ত জীবনের কথা" এবং বিশ্বাসের দ্বারা খ্রীষ্টপ্রসাদের এই দান গ্রহণই হবে খ্রীষ্টকে গ্রহণ করা॥

ফাদার উৎপল ডমিনিক রিছিল

সাধারণ কালের দ্বিতীয় রবিবার- গ পূজনবর্ষ

১ম পাঠ: প্রবক্তা ইসাইয়া ৬২:১-৫,

২য় পাঠ: ১ম করিন্থীয় ১২:৪-১১,

মঙ্গলসমাচার: যোহন ২:১-১২ পদ

বিবাহ একটি পবিত্র ধর্মীয় ও সামাজিক অনুষ্ঠান। ইহুদী রীতি অনুসারে বিবাহ এক দিনের মধ্যেই অনুষ্ঠিত হত এবং বিবাহোত্তর অনুষ্ঠান এক সপ্তাহ ধরে চলতো। আর নব দম্পতি কখনো বাহিরে হানিমুন বা মধুযামিনীর জন্য যেত না, বরং তারা নিজের বাড়িতেই থাকতো। আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশী সবাই আসতো নব দম্পতিকে দেখতে ও আশীর্বাদ জানাতে। হতে পারে তারা গরিব কিন্তু এই সময়টাই জীবনে একবারের মতো হলেও বর রাজার মতো ও কনে রাণীর মতো জীবন উপভোগ করতো।

ইহুদী রীতি অনুসারে বিবাহ অনুষ্ঠানে দ্রাক্ষারস একটি অপরিহার্য উপাদান যা ছাড়া কোন আনন্দ হতো না। আর তাই প্রতিটি বিবাহ অনুষ্ঠানে এই দ্রাক্ষারস পরিবেশন করা হতো। খাঁটি দ্রাক্ষারস খেয়ে কেউ যেন বেসামাল মাতাল হয়ে না পড়ে, তার জন্য দ্রাক্ষারসের সাথে পানির সংমিশ্রণ ঘটানো হতো। কারণ মাতলামী করা ছিল ইহুদী সমাজে প্রচণ্ড অসম্মান ও মর্যাদা হানিকর। ২ভাগ দ্রাক্ষারসের সাথে ৩ভাগ পানি মিশানো হতো।

অতিথি সেবা হল ইহুদী রীতিতে একটি পবিত্র দায়িত্ব। বিবাহ অনুষ্ঠানে অতিথি সেবার অপরিহার্য উপাদান হল দ্রাক্ষারস। আর তাই দ্রাক্ষারস ফুরিয়ে যাওয়া মানেই হল অতিথি সেবার পবিত্র দায়িত্ব পালনে বিঘ্ন সৃষ্টি করা।

কানানগরে বিয়ে বাড়িতে দ্রাক্ষারস ফুরিয়ে যাওয়ার ঘটনায় যে সংকট সৃষ্টি হয়েছিল, সে সংকট থেকে উত্তরণে মা-মারীয়া এবং প্রভু যিশু খ্রিস্টের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

মা-মারীয়া বিয়ে বাড়ির সার্বিক পরিস্থিতির উপরে সূক্ষ মাতৃত্বের দৃষ্টি রাখছিলেন। মা-মারীয়া বিয়ে বাড়িতে দ্রাক্ষারস ফুরিয়ে যাওয়ায় যে সংকট সৃষ্টি হয়েছিল তা তিনি হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছিলেন। সেই সংকট থেকে উত্তরণের জন্য তিনি তাঁর সন্তানের উপর শতভাগ নির্ভরশীল হয়েছিলেন। নিজ সন্তানের উপরে মায়ের বিশ্বাস, আস্থা ও নির্ভরশীলতা পুরো মাত্রায় ছিল। সেজন্যই তিনি চাকরদের বলতে পেরেছিলেন, "উনি তোমাদের যা করতে বলেন, তোমরা তাই কর।" এতেই প্রকাশ পায় মা-মারীয়া তাঁর সন্তানকে কি ভাবে গঠন করেছিলেন। এভাবে বুঝা যায় মা-মারীয়া তাঁর মাতৃত্বের স্নেহ-ভালবাসা দিয়ে তাঁর সন্তানদের আগলে রাখেন।

প্রভু যিশু তাঁর জীবনের প্রথম আশ্চর্য কাজ কখন, কোথায় এবং কেন করেছেন তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যার মধ্য দিয়ে ঈশ্বর কত সাধারণ এবং তুচ্ছ ঘটনার মধ্যদিয়ে নিজেকে প্রকাশ করেছেন।

প্রথমতঃ প্রভু যিশু তাঁর জীবনে প্রথম আশ্চর্য কাজটি করেছেন গালিলের কানানগরের একটি বিবাহ অনুষ্ঠানে। তিনি কোন বড় ধর্মীয় অনুষ্ঠানে বা কোন বড় রাজকীয় পরিমণ্ডলে, কোন বিত্তশালীর সামাজিক অনুষ্ঠানে প্রথম আশ্চর্য কাজটি করেননি বরং তিনি সেটি করেছেন একটি হতদরিদ্র সাধারণ ছোট সামাজিক অনুষ্ঠানে। এর মধ্যদিয়ে প্রকাশ পায় ঈশ্বর কত ছোট, সাধারণ, তুচ্ছ, ঘটনার মধ্যে উপস্থিত থাকেন ও নিজেকে প্রকাশ করেন।

দ্বিতীয়তঃ প্রভু যিশু তাঁর জীবনের প্রথম আশ্চর্য কাজটি করেছেন গালিলের কানানগরের একটি ছোট পরিবারে। তাহলে তিনি তাঁর প্রথম আশ্চর্য কাজ কোন মন্দিরে, কোন রাজ প্রসাদে, বিশাল কোন সমাবেশের ময়দানে, কোন পূণ্য তীর্থস্থানে, ইতিহাসের কোন গুরুত্বপূর্ণ স্থানে সম্পন্ন করেননি। প্রভু যিশু তাঁর জীবনের প্রথম আশ্চর্য কাজের স্থান হিসাবে বেছে নিলেন একটি পরিবার যেখানে সাধারণ মানুষের বসবাস। এর মধ্যদিয়েই প্রকাশ পায় ঈশ্বর অতি সাধারণ স্থানে বা পরিমণ্ডলে উপস্থিত থাকেন। এই জন্য গানে বলে "তীর্থে কেন যাবি রে ভাই, তীর্থ গোটা দুনিয়াটা।" একটি পরিবার হল বৃহত্তম পরিমণ্ডলের ছোট একটি পরিসর যেখানে গুটিকয়েকজন মানুষের বসবাস। একটি পরিবার হল ছোট একটি ক্ষুদ্র সমাজ যেখানে গুটিকয়েক মানুষের মিলনাবদ্ধতার বসবাস। এইভাবে প্রকাশ পায় যে, আমাদের ঈশ্বর কত ক্ষুদ্র, নগণ্য পরিমণ্ডলে অবস্থান করেন।

তৃতীয়ত: প্রভু যিশুখ্রিস্ট তাঁর জীবনের প্রথম আশ্চর্য কাজটি কেন করেছেন? ইহুদী সমাজে বিবাহ উৎসবে দ্রাক্ষারস একটি অতি প্রয়োজনীয়, অপরিহার্য এবং গুরুত্বপূর্ণ উপাদান যার মধ্যদিয়ে অতিথি সেবার পবিত্র দায়িত্ব পালন করা হতো। বিবাহ উৎসবে দ্রাক্ষারস ফুরিয়ে যাওয়া বা সংকুলান না হওয়া গৃহকর্তার জন্য অত্যন্ত অসম্মান ও অমর্যাদার বিষয়। কানানগরের বিয়ে বাড়িতে গৃহকর্তার দ্রাক্ষারস ফুরিয়ে যাওয়ার ফলে গৃহকর্তা অত্যন্ত সংকট, অসম্মান ও অমর্যাদাকর পরিস্থিতির মধ্যে পড়েছিলেন। কানা নগরে বিয়ের অনুষ্ঠানে প্রভু যিশু উপস্থিত থেকে জলকে দ্রাক্ষারসে পরিনত করে বিয়ের অনুষ্ঠানে দ্রাক্ষারস ফুরিয়ে যাওয়াই যে সংকট সৃষ্টি হয়েছিল, প্রভু যিশু সেই সংকট থেকে সেই গৃহকর্তাকে অসম্মান ও অমর্যাদার হাত থেকে রক্ষা করেছিলেন। এই ঘটনার মধ্যদিয়ে প্রকাশ পায় যে আমাদের ঈশ্বর সকল মানুষের মান-মর্যাদা রক্ষা করেন, প্রকাশ পায় আমাদের ঈশ্বর মানুষকে কত সম্মান করেন। কোন মানুষই ঈশ্বরের কাছে তুচ্ছ, নগণ্য নয়।

কানানগরে বিবাহ অনুষ্ঠানে গৃহকর্তার পুরাতন দ্রাক্ষারস ফুরিয়ে যাওয়া এবং প্রভুযিশু কর্তৃক জালাভর্তি পানি দ্রাক্ষারসে পরিণত হওয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং তাৎপর্যপূর্ণ। গৃহকর্তার পুরাতন দ্রাক্ষারস ফুরিয়ে যাওয়া এবং প্রভুযিশু কর্তৃক জালাভর্তি পানি দ্রাক্ষারসে পরিণত করা প্রকাশ করেঃ

ক) পুরাতন যুগের সমাপ্তি এবং নতুন যুগের আরম্ভ। কানানগরে বিয়ে বাড়িতে পুরাতন দ্রাক্ষারস ফুরিয়ে যাওয়া এবং নতুন দ্রাক্ষারসের আবির্ভাব স্মরণ করিয়ে দেয় বাইবেলের বর্ণিত পুরাতনের সমাপ্তি এবং নতুন পৃথিবী, নতুন স্বর্গের আবির্ভাব।

খ) শূন্যতা থেকে পূর্ণতা। সৃষ্টির শুরুতে সবকিছু শূন্য ছিল। ঈশ্বর শূন্যতা থেকে সবকিছু সৃষ্টি করলেন। বিয়ে বাড়িতে দ্রাক্ষারসের শূন্যতা ছিল। প্রভুযিশু খ্রিস্ট সেই শূন্যতা থেকে পূর্ণতা দান করেছেন। বিয়ে বাড়িতে জলকে দ্রাক্ষারসে পরিণত করার ঘটনা শূন্যতা থেকে পূর্ণতার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

গ) কানানগরে বিয়ে বাড়িতে জলকে দ্রাক্ষারসে পরিণত করার ঘটনা সীমবদ্ধতা থেকে পর্যাপ্ততার (জালাভর্তি পানি দ্রাক্ষারসে পরিণত হওয়া) কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

ঘ) দীনদরিদ্র, অবহেলিত, অসহায়, নিপীড়িত, লাঞ্ছিত, বঞ্চিত, নিষ্পেষিত, আশাহত, যাদের কেউ নাই, তাদের মানব মূল্যবোধ ফিরিয়ে দেওয়ার কথা কানানগরে বিয়ে বাড়িতে জলকে দ্রাক্ষারসে পরিণত করার ঘটনা স্মরণ করিয়ে দেয়।

খ্রিস্টেতে প্রিয় ভাই ও বোনেরা, কানানগরে বিয়ে বাড়িতে জলকে দ্রাক্ষারসে পরিণত করার ঘটনা থেকে আমরা এই চেতনা ফিরে পেতে পারি যে, আমাদের মহান ঈশ্বর সর্বস্থানে, জীবনের সব ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র ঘটনায় উপস্থিত থাকেন। তিনি আমাদের জীবনের সর্ব সংকটের উদ্ধারকর্তা। তিনি আমাদের ভালবাসেন, মর্যাদা দেন এবং সম্মানিত করেন। তাঁর কাছে কোন পক্ষপাতিত্ব নেই। তাই আমরাও যেন সকল ভাই-বোনদের সংকটে এগিয়ে আসি, সকলের প্রতি ভ্রাতৃত্ববোধ জাগ্রত রাখি।

তাই আসুন, প্রিয় ভাই-বোনেরা যিশুকে আমাদের হৃদয়ে এবং আমাদের বাড়িতে নিমন্ত্রণ জানাই যাতে করে আমরা তার কাছ থেকে প্রচুর পরিমানে অনুগ্রহ ও আশীর্বাদ লাভ করতে পারি॥

৫৫তম বিশ্ব শান্তি দিবস ২০২২ খ্রিস্টাব্দ উপলক্ষে পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিসের বাণীর সার-সংক্ষেপ

কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি'রোজারিও সিএসসি

দীর্ঘস্থায়ী শান্তি: শিক্ষা, শ্রম ও আন্তঃপ্রজন্মের সংলাপ

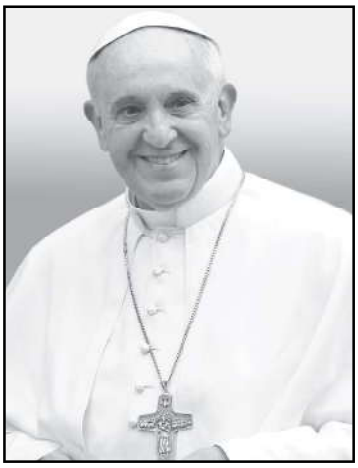

পহেলা জানুয়ারি ২০২২ খ্রিস্টাব্দ বিশ্ব শান্তি দিবস উপলক্ষে পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিস, তাঁর শান্তি বার্তায় বলেছেন যে, বিশ্বে যদি স্থায়ীভাবে শান্তি নিশ্চিত করতে হয় তাহলে শিক্ষা, শ্রম ও আন্তঃপ্রজন্মের মধ্যে সংলাপের পথ ধরে চলতে হবে।

প্রবক্তা ইসাইয়া বলেছেন: "আহা, কত না সুন্দর পাহাড়-পর্বতের উপরে তারই চরণ, যে শান্তি ঘোষণা করে! *(৫২:৭)*।" ইস্রায়েল জাতির জন্য শান্তির বার্তাবাহকের আগমন ইতিহাসের ধ্বংসস্তুপ থেকে উজ্জ্বল ভবিষ্যতের নব সূচনারই ইঙ্গিত বহন করে।

সমন্বিত মানব-উন্নয়নের সকল প্রচেষ্টা সত্ত্বেও যুদ্ধ ও সংঘাতের প্রচণ্ড শব্দের কারণে মানুষ আর সংলাপের কথা শুনতে পাচ্ছে না; বর্তমান বৈশ্বিক মহামারি সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ছে, জলবায়ু পরিবর্তনের কুফল ও পরিবেশের বিপর্যয় মারাত্মক আকার ধারণ করছে; মানুষের ক্ষুধা ও তৃষ্ণা বেড়েই চলছে, সর্বজনের উন্নয়নের স্থলে ব্যক্তিস্বার্থকেন্দ্রিক অর্থনৈতিক উন্নয়ন যেন সর্বদাই চলমান থাকছে। ন্যায়বিচার ও শান্তির জন্য দীন-মানুষের কান্নাকাটি এবং পৃথিবীর আর্তনাদ সর্বদাই শোনা যাচ্ছে।

বিশ্বে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য পুণ্যপিতা পোপ মহোদয় তিনিটি পথের উল্লেখ করেন:

প্রথমটি হচ্ছে সংলাপ। এই সংলাপ বিভিন্ন প্রজন্ম অর্থাৎ, পুরাতন ও নতুন প্রজন্মের মধ্যে সংলাপ। সংলাপের জন্য প্রথমেই চাই একে অন্যের কথা শোনা, বিভিন্ন মতামত শেয়ার করা, পারস্পরিক সমঝোতায় আসা এবং এক সঙ্গে পথচলা। আন্তঃপ্রাজন্মিক অংশগ্রহণ একান্ত প্রয়োজন যেখানে নবীনরা প্রবীণদের কাছ থেকে প্রজ্ঞা ও জ্ঞান লাভ করতে পারে এবং প্রবীণরা নবীনদের কাছ থেকে সমর্থন, ভালবাসা, সৃজনশীলতা এবং কাজে গতিশীলতা লাভ করতে পারবেন। এই সংলাপটি একদিকে হবে অতীতের স্মৃতি এবং অন্যদিকে ভবিষ্যত-স্বপ্নের মধ্যে সংলাপ।

শান্তি প্রতিষ্ঠার দ্বিতীয় পথ হচ্ছে শিক্ষাগ্রহণ ও শিক্ষাদান। শিক্ষার জন্য কিছু খরচ করা আসলে ব্যয় করা নয় বরং এটা হচ্ছে বিনিয়োগ, সমন্বিত মানব-উন্নয়নের জন্য বিনিয়োগ করা। অথচ গোটা বিশ্বে দেখা যাচ্ছে শিক্ষার বাজেট কমানো হচ্ছে আর সমরাস্ত্রের জন্য বাজেট বৃদ্ধিই পাচ্ছে। শিক্ষাগ্রহণ ও শিক্ষাদান হচ্ছে মিলনাত্মক সমাজ নির্মাণের ভিত্তি যা সমাজে সঞ্চারিত করে আশা, সমৃদ্ধি ও প্রগতি। শিক্ষা ক্ষেত্রে বিনিয়োগ সমাজের বিচ্ছিন্নতা ও প্রতিষ্ঠানের অবহেলার মধ্যে সৃষ্টি করে "যত্নের কৃষ্টি"। বিভিন্ন কৃষ্টি যেমন: লোক-কৃষ্টি, বিশ্ববিদ্যালয়-কৃষ্টি, যুব-কৃষ্টি, চারুশৈল্পিক কৃষ্টি, প্রযুক্তিজাত কৃষ্টি, অর্থনৈতিক কৃষ্টি, পরিবার-কৃষ্টি এবং মিডিয়া কৃষ্টি, ইত্যাদির মধ্যে শিক্ষা যেন একটি সংলাপ সৃষ্টি করে। আমাদের বর্তমান সমাজে শিক্ষা ক্ষেত্রে এক নতুন "শিক্ষাদর্শন"-এর কৃষ্টি সৃষ্টি করতে হবে যেখানে, পরিবার, ক্ষুদ্রসমাজ, বিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয়, ধর্মসমূহ, সরকারসমূহ এবং গোটা মানব-পরিবারের নারী-পুরুষের পরিপক্ক গঠন অধিকতর গুরুত্ব লাভ করে।

শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য তৃতীয় অপরিহার্য পথ হচ্ছে শ্রম। শ্রম মানবব্যক্তির প্রকাশ ও তার আপন দান; একই সময়ে শ্রম হচ্ছে আমাদের নিজস্ব কর্তব্যনিষ্ঠা, আত্ম-বিনিয়োগ ও অপরের জন্য সহযোগিতা। কোভিড-১৯ বৈশ্বিক মহামারি শ্রম বাজারকে ভীষণভাবে বিপর্যস্ত করেছে, যার ফলে সৃষ্টি হয়েছে: বহু অর্থনৈতিক ও উৎপাদনক্ষম কার্যক্রমের বিফলতা, কর্মসংস্থানের অভাব অথবা সাময়িক কর্মসংস্থান, স্বল্প আয়কারী মানুষের অবনমন, শিক্ষা ক্ষেত্রে অনলাইন ব্যবহারের ফলে নানাবিধ ক্ষতি ও লক্ষ্য অর্জনে বাধা সৃষ্টি, যুবাদের বেকারত্ব বৃদ্ধি তার সংশ্লিষ্ট পার্শ্ব কুপ্রভাব, সামাজিক নিরাপত্তার অপ্রতুলতা, শ্রম শঙ্কার ফলে সহিংসতা ও সংগঠিত অপরাধ বৃদ্ধি, ইত্যাদি।

শ্রম হচ্ছে এমন এক ভিত্তি যার ওপর নির্মিত হয় প্রতিটি সমাজের ন্যায্যতা ও মানব-সংহতি। প্রযুক্তির অধিকতর উন্নয়ন ক'রে মানবশ্রমের প্রয়োজনীয়তা হ্রাস করা সঠিক পথ হবে না; বরং তাতে মানবতার ক্ষতিসাধন করা হবে। শ্রম মানুষের জীবনকে অর্থপূর্ণ করে, জীবনের বিকাশ সাধন করে, মানব উন্নয়ন ও ব্যক্তির পূর্ণতা দান করে। গণমঙ্গলের লক্ষ্যে এবং সৃষ্টির সুরক্ষার জন্য মর্যাদাপূর্ণ কর্মসংস্থান এবং শ্রম-পরিবেশ নিশ্চিত করা সম্প্রতিকালে খুবই জরুরী।

পরিশেষে পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিস কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন তাদের প্রতি যারা বৈশ্বিক মহামারির বিপর্যয় থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য সকল প্রতিকুল পরিবেশে সক্রিয় শ্রম দিয়ে যাচ্ছেন। সকল রাষ্ট্রপ্রধান, রাজনীতিবিদ, সমাজকর্মী, যাজক, পালকীয় কর্মী এবং সদিচ্ছাপূর্ণ সকল নারী ও পুরুষের কাছে তিনি এই আবেদন জানাচ্ছেন: "আসুন আমরা, সাহস ও সৃজনীশক্তি নিয়ে শিক্ষা, শ্রম ও আন্তঃপ্রজন্মের সাথে সংলাপ করে একসঙ্গে পথ চলি।"

খ্রিস্টীয় ঐক্য অষ্টাহ: খ্রিস্টীয় একতার জন্য প্রার্থনা

(জানুয়ারি ১৮-২৫, ২০২২ খ্রিস্টাব্দ)

ফাদার প্যাট্রিক গমেজ

যিশুর প্রার্থনা: "পিতা, তারা যেন এক হয়।" মঙ্গলবাণীর এই প্রার্থনার উপর ভিত্তির উপরেই দ্বিতীয় ভাতিকান মহাসভা খ্রিস্টীয় একতার উপর একটি দলিল বা ঘোষণা-পত্র প্রকাশ করে। ভাতিকানে রয়েছে খ্রিস্টীয় ঐক্য সম্পর্কিত একটি কাউন্সিল Pontifical Council for Christian Unity. প্রতি বছরই আন্তর্জাতিকভাবে বিভিন্ন মণ্ডলী একত্রে খ্রিস্টীয় ঐক সপ্তাহের জন্য একটি মূলভাব নিয়ে প্রার্থনা পুস্তিকা প্রস্তুত করা হয়। অন্যান্য বছরের ন্যায় এবারেও সেই পুস্তিকাটির ইংরেজী সংস্করণ থেকে বাংলা অনুবাদ করে আমাদের দেশের পরিপ্রেক্ষিতে একটি পুস্তিকা প্রস্তুত করা হয়েছে। সেখানে আছে ভূমিকা, একটি প্রার্থনা সভার কাঠামো এবং আটদিনের প্রার্থনা। সেখান থেকেই মূলসুরের উপর একটি সারাংশ-ভূমিকা এবং প্রার্থনা সভার কাঠামোটি প্রতিবেশীতে প্রকাশ করা হল। এই ভূমিকা ও প্রার্থনা সভাটি ঐক্য সপ্তাহে বা বছরের অন্যান্য সময়েও ব্যবহার করা যেতে পারে। এবারের মূলসুর হল : "আমরা তাঁর তারাটি আকাশে উদিত হতে দেখেছি এবং আমরা এসেছি তাঁর চরণে প্রণাম জানাতে"

আকাশে উদিত তারা

সাধু মথি অনুসারে মঙ্গলসমাচারের ২:১-১২ পদে আমরা দেখি যে, যুদেয়া দেশের আকাশে উদিত তারাটি বহু প্রতিক্ষিত প্রত্যাশা চিহ্ন যা পূর্বদেশের তিন পণ্ডিতকে এবং বলা যায়, পৃথিবীর সকল মানুষকে পরিচালিত করেছিল সেই স্থানে, যেখানে মহান রাজা ও মুক্তিদাতা জন্ম গ্রহণ করেছিল। এই তারাটি হল একটি উপহার; মানব সমাজের মাঝে ঈশ্বরের উপস্থিতির প্রকাশ। তিন পণ্ডিতের কাছে এই তারাটি ছিল একটি চিহ্ন যে, একজন রাজা জন্মেছেন। এই তারার কিরণগুলো মানবজাতিকে আরো একটি বৃহৎ আলো সেই প্রভু যিশুর দিকে পরিচালিত করে। এই যিশু, নবজ্যোতি যিনি, তিনি আমাদের প্রত্যেককে আলোকিত করেন এবং পিতা ঈশ্বরের মহিমা ও প্রভায় আমাদের ধাবিত করেন। যখন আমরা আঁধার জীবনে নিমজ্জিত ছিলাম তখন জগতের আলো যিশু পবিত্র আত্মার প্রভাবে কুমারী মারীয়ার গর্ভে দেহধারণ করে মানুষ হয়ে আমাদের মাঝে আগমন করেছেন। যিশু হলেন সেই আলো, যিনি জগতের পাপময় অন্ধকারে প্রবেশ করে আমাদের জন্য ও আমাদের পরিত্রাণের জন্য নিজেকে শূন্য করলেন এবং মৃত্যু পর্যন্ত আজ্ঞাবহ হলেন। পিতার দিকে আমাদের যাত্রাপথকে আলোকিত করার জন্যেই তিনি তা করলেন, যেন আমরা পিতাকে জানতে পারি এবং আমাদের প্রতি তাঁর প্রেম অনুধাবন করতে পারি। তিনি তো আমাদের জন্য তাঁর আপন পুত্রকে দান করেছেন যাতে তাঁকে বিশ্বাস করে আমরা অনন্ত জীবন লাভ করতে পারি।

তিন পণ্ডিত

পূর্ব দেশের তিন পণ্ডিত আকাশে উদিত তারাটি দেখেছিল ও এর অনুসরণ করেছিল। এই তিন পণ্ডিতের মধ্যে আমরা দেখি ভিন্ন ভিন্ন মানুষের প্রতীক হিসাবে দেখতে পারি এবং দেখতে পারি ঐশ আহ্বানের সর্বজনীনতা।

আমরা আরো দেখি যে, তিন পণ্ডিতের মধ্যে ছিল নতুন এক রাজার জন্য ব্যাকুল অন্বেষণ; এ যেন সত্যের জন্য, কল্যাণের জন্য ও সুন্দরের জন্য গোটা মানবসমাজের জন্য প্রবল তৃষ্ণা ও ক্ষুধা। সৃষ্টির শুরু থেকেই ঈশ্বরকে পাবার জন্য, তাঁকে ভক্তি-প্রণাম জানাবার জন্য, এক কথায়, ঈশ্বরের জন্য মানুষের ছিল ব্যাকুল আকাঙ্ক্ষা। যখনই সময়ের পূর্ণতায় সেই ঐশ শিশুটির জন্ম হল, তখনই আকাশে সেই তারাটি উদিত হল। এই তারাটি ঈশ্বরের বহু-প্রতিক্ষিত পরিত্রাণকর্ম ঘোষণা করল, যার শুরুকে বলতে পারি দেহধারণ রহস্য। তিন পণ্ডিত সকল জাতির জন্য ঈশ্বরের তীব্র বাসনা প্রকাশ করে। তাঁরা দূরবর্তী বহু দেশ পরিভ্রমণ করেছেন, যা বিভিন্ন কৃষ্টি-সংস্কৃতিকে প্রকাশ করে। তথাপি ভিন্ন ভিন্ন হলেও তাঁদের আছে একই তৃষ্ণা তথা নতুন রাজাকে দেখার তৃষ্ণা। তাঁরা বেথলেহেমের ছোট্ট গোশালায় একসাথে নতুন রাজাকে ভক্তি-প্রণাম করে ও তাঁর চরণে উপহার দেয়।

ঈশ্বর প্রত্যেক খ্রিস্টবিশ্বাসীকে পৃথিবীর মাঝে একতার একটি নিদর্শন হওয়ার আহ্বান জানায়। যদিও ভিন্ন ভিন্ন জাতি গোষ্ঠির, ভিন্ন ভিন্ন ভাষার, তথাপি খ্রিস্টবিশ্বাসীদের আছে খ্রিস্টের জন্য একই অন্বেষণ, তাঁকে পাবার জন্য, ভক্তি-প্রণাম জানাবার জন্য একই আকাঙ্ক্ষা। তাই সকল খ্রিস্টবিশ্বাসীর প্রেরণকর্ম তথা মিশনকর্ম হল তারাটির মত একটি চিহ্ন বা নিদর্শন হওয়া এবং মানবসমাজকে ঈশ্বরের তৃষ্ণায় সবাইকে খ্রিস্টের দিকে পরিচালিত করা। আর এইভাবে সকল মানুষের মধ্যে ঈশ্বরের ইচ্ছাপ্রসূত একতার বা ঐক্যের মাধ্যম হয়ে ওঠা।

উপহার : সোনা, ধূপধুনো আর গন্ধনির্যাস

উপহারগুলো যিশুর পরিচয়ের বিভিন্ন দিক প্রকাশ করে। সোনা তাঁর রাজকীয় পরিচয়; গন্ধনির্যাস তাঁর মৃত্যুর পূর্বচ্ছবি এবং ধূপধুনো তাঁর ঐশরত্বের পরিচয়। এই তিন ধরণের উপহার যিশুর কাজের বিচিত্র ভাবধারার প্রকাশ। তাই সকল খ্রিস্টবিশ্বাসী যখন একত্রিত হয়ে তাদের হৃদয় খুলে দেয়, তখন সবাই খ্রিস্টের এই বিচিত্র অনুগ্রহে ধন্য হয়।

তিন পণ্ডিতের এই কাহিনীর অন্ধকার বিশিষ্ট একটি দিক রয়েছে। নিষ্ঠুর রাজা হেরোদ দুই বছরের কম সকল শিশুকে হত্যা করে।

বর্তমানেও দেখি, যদিও যিশু মধ্যপ্রাচ্যেই জন্ম গ্রহণ করেছিলেন, তবুও সেখানে হেরোদসম কত নিষ্ঠুর কার্যকলাপই-না চলছে। সেখানকার খ্রিস্টবিশ্বাসীরা নিরাপদ আশ্রয়ের জন্য নিজেদের দেশ ত্যাগ করছে। যে-আলো উদিত হয়েছিল পূর্বদেশে, সেই আলোই এখন ভীতির সন্মুখীন।

জেরুসালেম হলো খ্রিস্টবিশ্বাসীদের উপস্থিতির একটি চিহ্ন; কারণ এখানেই যিশুর মাধ্যমে এসেছে পরিত্রাণ। তবে শান্তির শহর এই জেরুসালেমেও বর্তমানে শান্তি নেই।

তাই বর্তমান মধ্যপ্রাচ্যের জন্য একটি স্বর্গীয় আলো খুবই প্রয়োজন, যে-আলো সে দেশের মানুষগুলোর সাথে সাথে যাত্রা করবে। বর্তমানে তাদের আরও প্রয়োজন গভীর ঈশ্বর-বিশ্বাস।

এই ঐক্য অষ্টাহের জন্য মধ্যপ্রচ্যের মণ্ডলীগুলো তারাকেন্দ্রিক এই মূলভাবটি বেছে নিয়েছে। তারাটি বহু উদ্দেশ্য নিয়ে আকাশে উদিত হয়েছিল: প্রত্যাশার তারা, পথনির্দেশিকা তারা, প্রভুর আত্মপ্রকাশের তারা। আর সেই জন্যেই প্রাচ্যদেশের খ্রিস্টবিশ্বাসীগণ প্রভুর আত্মপ্রকাশের মহাপর্ব দিনে যিশুর জন্মোৎসব বড়দিন পালন করেন।

বর্তমান পৃথিবী

বর্তমান মধ্যপ্রাচ্যে, বর্তমান পৃথিবীতেও অনেক অন্ধকার রয়েছে; তথাপি আমাদের রয়েছে আশা-প্রত্যাশা। প্রত্যাশা সেই খ্রিস্ট- জ্যোতি জগতের আকাশে নিত্য প্রজ্বলিত হচ্ছে। তাই তো বুঝি পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিস তাঁর ফ্রাতেল্লী তুত্তি পত্রে আহ্বান জানিয়ে বলেছেন আমরা যেন খ্রিস্টপ্রত্যাশা রাখি।

অতএব এবারের ঐক্য অষ্টাহের প্রার্থনার উদ্দেশ্য হবে আমরা যেন খ্রিস্টের জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হই; সেই জ্যোতি দ্বারা আমরা যেন পরিচালিত হই এবং সেই খ্রিস্টজ্যোতির দিকে অন্যকেও পরিচালিত করি। আমাদের মাণ্ডলিক ঐক্য, সম্প্রীতি হয়ে উঠুক আমাদের মাঝে উদিত একটি তারা।

প্রার্থনা অনুষ্ঠান

প্রবেশ গীতি- এসো তাঁর মন্দিরে করি স্তব গান

প্রার্থনায় আহ্বান

পরিচালক: আমরা আজ বিভিন্ন মণ্ডলীর খ্রিস্টবিশ্বসীরা একত্রিত হয়েছি আন্তঃমাণ্ডলিক একতার জন্য প্রার্থনা করতে। এই প্রার্থনা একতার দৃশ্যনীয় প্রকাশ। এবারের খ্রিস্টীয় ঐক্য অষ্টাহ-এর মূল বচন হল: "প্রাচ্যদেশে আমরা তাঁরই তারাটি উদিত হতে দেখেছি এবং আমরা এসেছি তাঁর চরণে প্রণাম জানাতে।" আসুন

উদিত সেই তারাটির দিকে তাকাই, ধ্যান করি যেন সেই তারাটি আমাদের পথ দেখায়।

পরিচালক: আসুন, ঈশ্বরের কৃতজ্ঞতা ও আনন্দ অন্তর নিয়ে ঈশ্বরের উপস্থিতিতে অবস্থান করি; এবং যারা নানাবিধ সমস্যার মধ্যে রয়েছে অসুস্থ, যন্ত্রণাভোগী, প্রান্তিক, অবহেলিত, সবাইকে প্রভু যিশুর কাছে নিয়ে আসি এই দৃঢ় বিশ্বাসে যে, ঈশ্বরই পারেন তাঁর আলো দ্বারা আমাদের জীবনের সকল অন্ধকার দূর করে দিতে। আমরা যারা সমবেতভাবে মাণ্ডলিক ঐক্যের জন্য প্রার্থনা করছি, আমরা এবং আমাদের বিভিন্ন মণ্ডলীগুলোও যেন তারা বা আলো হয়ে ওঠে, যে আলো অন্যদের পথ দেখিয়ে খ্রিস্টপ্রভুর কাছে নিয়ে আসবে।

পরিচালক: সর্বশক্তিমান পিতা, তোমার মহানামের গৌরব হোক; কেননা তুমিই তোমার সৃষ্টি দ্বারা নিজেকে প্রকাশ করছ এবং তোমার উপস্থিতিতে দাঁড়াবার জন্য সকল মানুষকে আহ্বান করছ। আমরা আমাদের জীবন-বাস্তবতায় যিশুর সেই তারাটি উদিত হতে দেখেছি এবং আজ এই মুহূর্তে তাঁকে প্রণাম জানাতে এসেছি। সেই প্রভু যিশুর কাছে আমরা আজ নিজেদের উৎসর্গ করি এবং আমাদের মাঝে পবিত্র আত্মার উপস্থিতি প্রার্থনা করি।

সকলে: পূর্ব-পশ্চিম উত্তর-দক্ষিণ থেকে আমরা, প্রবীণ, যুবা, কিশোর-কিশোরী, নারী-পুরুষ, আমাদের সবাইকে তুমি একতায় সম্মিলিত কর; আমরা যেন সবাই তোমাকে নতমস্তকে প্রণাম জানাতে পারি; কেননা তুমিই আমাদের রাজা, তুমিই প্রভু। আমেন।

গান: খ্রিস্টরাজা তোমারে প্রণাম করি।

প্রভুর প্রশংসা

স্বর্গমর্তের সৃষ্টিকর্তা আমরা তোমার মহিমা কীর্তন করি কেননা তুমি আকাশে রেখেছ তারকারাজি; তুমিই অন্ধকার থেকে আলোকে পৃথক করেছ এবং সময়, দিনকাল ও বছর নির্ণয় করে দিয়েছ। আকাশমণ্ডলকে তুমিই তারকারাজি দিয়ে সাজিয়েছ। তোমার এই অপরূপ কর্মসকল কতই না মহান। তাইতো, উর্ধ্বলোক তোমার মহিমা ঘোষণা করে এবং আকাশমণ্ডল তোমার হাতের বিচিত্র কর্মসকল ঘোষণা করে।

সকলে: হে প্রভু, আমরা তোমার মহিমা কীর্তন করি।

পরিচালক: হে প্রভু, আমরা তোমার বিরুদ্ধে পাপ করলেও তুমি আমাদের পরিত্যাগ করনি; আমরা যেন অন্ধকার থেকে বেরিয়ে আলোর রাজ্যে প্রবেশ করি তার জন্য তুমি আমাদের আলো ও মুক্তিদাতা হিসাবে তোমার পুত্রকে আমাদের মাঝে পাঠিয়েছ। তাঁর মধ্যে ছিল জীবন এবং সেই জীবন ছিল বিশ্বমানবের আলো এবং শত আঁধারে সেই জ্যোতি দীপ্যমান।

সকলে: হে প্রভু, আমরা তোমার মহিমা কীর্তন করি।

পরিচালক: হে প্রভু, আমরা তোমার পূজা করি, তোমার আরাধনা করি; কেননা আমাদের জীবনের শত ঝড়-ঝঞ্ঝার মাঝে তুমিই তোমার পবিত্র আত্মার শক্তিতে আমাদের সহবর্তী হও, আমাদের পথকে আলোকিত কর। শত অসত্য ও দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ভরা এই পৃথিবীতে তুমিই আমাদের দান কর তোমার প্রজ্ঞা এবং তোমার উপর দৃঢ় বিশ্বাস।

সকলে: হে প্রভু, আমরা তোমার মহিমা কীর্তন করি।

পরিচালক: হে প্রভু, আমরা তোমার পূজা করি, তোমার আরাধনা করি ; কেননা আমাদে মাঝে এই যে আলো, তা নিয়ে ধ্যান করতে, আমাদের বিভিন্ন মণ্ডলীর বিভিন্ন কৃষ্টি-সংস্কৃতি, ঐতিহ্য ধ্যান করে, গ্রহণ করে, খ্রিস্ট, যিনি আমাদের একমাত্র রাজা তাঁর সাক্ষী হয়ে উঠতে ও তাঁর কাছে নিজেদের নিবেদন করতে তুমিই আমাদের উদ্বুদ্ধ কর।

হে প্রভু, আমরা তোমার পূজা করি, তোমার আরাধনা করি।

ক্ষমা ভিক্ষা

পরিচালক: সকল জাতির মানুষ তোমার সন্মুখে নতমস্তকে তোমার পূজা করবে। তবে আমরা স্বীকার করি, তুমি আমাদের সর্বদাই আলো দান করলেও আমরা অনেক সময় আলোর পরিবর্তে অন্ধকারকেই প্রাধান্য দিয়েছি। আমরা আমাদের সকল পাপ স্বীকার করে বলিঃ

সকলে : সর্বশক্তিমান ঈশ্বর আমরা স্বীকার করি যে, তোমার আলোর পথ থেকে আমরা সত্ত্বে গিয়েছি এবং তোমার বিধানসকল অমান্য করেছি। তোমার অপরূপ সৃষ্টিকে আমরা নষ্ট করেছি; শত ভোগবাদ অনুশীলন করে সম্পদকে ভারী করেছি । তোমার সৃষ্ট নদ-নদী, সাগর-মহাসাগর আমরা দুষিত করেছি; জলবায়ু হয়েছে নষ্ট আমাদেরই কারণে।

নীরবতা

সকলে: আমরা আমাদের ভাইবোনদের প্রতি হয়েছি স্বার্থপর। ন্যায্যতাকে দূরে রেখে আমরা শুধু নিজেদের প্রয়োজনগুলোরই প্রাধান্য দিয়েছি। নিজেদের নিয়ে আমরা বিশাল প্রাচীর গড়ে তুলেছি এবং অপরের মধ্যে অবিশ্বাসের বীজ বপন করেছি।

নীরবতা

সকলে: জাতিগত ভেদাভেদ সৃষ্টি করে, ধর্ম-বর্ণ- নারী-পুরুষ এগুলোর ভিত্তিতে আমরা নিজেদের মধ্যে বৈষম্য সৃষ্টি করেছি; ধর্মযুদ্ধে লিপ্ত থেকে আমরাই আবার যিশুকে আমাদের পক্ষ নিয়ে কাজ করার প্রার্থনা করেছি। চিন্তা, কথা ও কাজ দ্বারা আমরা পাপ করেছি। আমরা এখন অনুতপ্ত হৃদয়ে উপস্থিত হই। তুমি আমাদের পাপসকল ক্ষমা কর।

পরিচালক: সর্বশক্তিমান পিতা, আমাদের পরিত্রাণ করতেই তুমি তোমার পুত্রকে আমাদের মাঝে প্রেরণ করেছ। অনুনয় করি: আমাদের প্রতি সদয় হও; আমাদের সকল পাপ তুমি ক্ষমা কর; তোমার পুত্রের আলোতে আমাদের রূপান্তরিত কর আমরা যেন বিশ্বাস, আশা ও ভালবাসার আলো হয়ে উঠতে পারি।

নীরবতা

পরিচালক: সর্বশক্তিমান ঈশ্বর আমাদের প্রার্থনা শ্রবণ করে আমাদের প্রতি দয়া করুন এবং আমাদের সকল পাপ ক্ষমা করে আমাদের শাশ্বত জীবন দান করুন।

সকলে: ঈশ্বরকে ধন্যবাদ।

গান: সকল ধন্যবাদ মহিমা গৌরব তোমার।

সকলে: সামসঙ্গীত ৮

ধুয়ো: সকল সৃষ্টি তোমার বন্দনা করে

গান: সে কোন পরম ঊষার লগ্নে

বাণী ঘোষণা:

১ম পাঠ: ইসাইয়া ৯:২-৭
গান: আগুনের পরশমণি
২য় পাঠ: এফেসীয় ৫:৮-১৪
বাণী বন্দনা: আল্লেলুইয়া
মঙ্গলসমাচার: মথি ২:১-১২

ধর্মোপদেশ

নীরবতা বা গান : পৃথিবীর বুকে নবীন তারাটি

প্রেরিতগণের শ্রদ্ধামন্ত্র/নাইসেয়ান বিশ্বাসমন্ত্র

খ্রিস্টের আলো সহভাগিতা

সকলে বড় মোমবাতি থেকে নিজের মোমবাতি জ্বালায়

পরিচালক: তিন পণ্ডিতকে একটি তারা যিশুর সন্ধানে পথ দেখিয়েছিল। আজ এই আলো আমাদের খ্রিস্টের উপস্থিতি ঘোষণা করে। তাঁরই আলো আমাদেরকে আলোকিত করে। সেই আলোতে আলোকিত হয়ে আমরা আমাদের নিজ নিজ তারা একত্রিত করে আমাদের দৃশ্যমান একতা ও আমাদের প্রার্থনা তাঁর চরণে নিবেদন করি। আমরা আমাদের একতার লক্ষ্যে যাত্রা করছি; আমাদের সবার জীবন সেই আলোর সেই সাক্ষ্য দান করুক যেন অন্যেরা যিশুকে চিনতে পারে, তাঁর আলোতে আলোকিত হতে পারে।

বিভিন্ন উদ্দেশ্যে প্রার্থনা:

প্রার্থনার উত্তর: হে প্রভু আমাদের প্রার্থনা শোন।

সকলে: প্রভুর প্রার্থনা

গান: এক সাথে থাকা যদি যায় ভাই

শেষ আশীর্বাদ

পরিচালক: তোমরা এখন যাও এবং আলোর সন্তান হয়ে জীবন যাপন কর।

সকলে: কারণ যা কিছু সত্য, সুন্দর ও কল্যাণকর তারই মধ্যে রয়েছে আলোর ফল।

পরিচালক: অন্ধকারের ফলহীন কোন কাজকেই তোমাদের জীবনের অংশী করো না।

সকলে : এসো আমরা ঘুম থেকে জেগে উঠি; তবেই আমাদের উপর খ্রিস্ট হবেন প্রজ্বলিত।

পরিচালক: পিতা পরমেশ্বরের ও প্রভুযিশু খ্রিস্টের শান্তি, প্রেম ও বিশ্বাস বিশ্বের সকলের মধ্যে বিরাজ করুক;

সকলে: ঈশ্বরকে ধন্যবাদ।

শেষ গান : হাতে হাতে হাত ধরে চলরে॥

খ্রিস্ট প্রকাশিত

ফাদার বিকাশ কুজুর সিএসসি

ঈশ্বর নিজেকে মানুষের কাছে প্রকাশ করেছেন। তাই প্রভুর আত্মপ্রকাশ পর্বে আমরা স্মরণ করি যিশুখ্রিস্টের ঈশ্বরত্বকে, যিনি পুত্র ঈশ্বর এবং স্মরণ করি কিভাবে ঈশ্বর পৃথিবীর বিভিন্ন জাতির মানুষের কাছে প্রকাশিত হয়েছেন। বস্তুত এ পর্বটি আমাদের কাছে যেন এক মেঘমুক্ত আকাশে নতুন সূর্যোদয়ের মতো, যেন সূর্যের আলোতে অন্ধকারে লুকায়িত সব কিছু স্পষ্ট ভাবে আমাদের সামনে উপস্থিত হয়েছে। তাই প্রভুযিশুর আত্মপ্রকাশ প্রধানত তিনরকম-

প্রথমত, প্রভুযিশু তথা পুত্রঈশ্বর প্রকাশিত হয়েছেন পূর্ব দেশের তিনজন জ্যোতির্বিদ পণ্ডিতের কাছে, যারা আকাশের গ্রহ-উপগ্রহ, তারা ও নক্ষত্রপুঞ্জ নিয়ে গবেষণা করেন। তারা আকাশে দৃশ্যমান অচেনা-অজানা নতুন তারার গতিবিধি পরীক্ষা নিরীক্ষা করে বুঝতে সক্ষম হয়েছিলেন যে, এই তারাটি কোন মহান ব্যক্তির জন্ম বারতা ঘোষণা করছে। তাই এই তিন জ্যোতির্বিদ তারাকে অনুসরণ করে, বহু দূর পথ পাড়ি দিয়ে এসেছেন নবজাত রাজাকে প্রণাম জানাতে। আর ঐ তারাটি যিশুর জন্মস্থানটির উপর এসে স্থির হয়ে গিয়েছিল। তারা সাথে করে নিয়ে এসেছিলেন বহু মূল্যবান উপহার সামগ্রী যেমন -স্বর্ণ, ধূপ ও গন্ধনির্যাস। তৎকালীন সময়ে এ স্বর্ণ, ধূপ ও গন্ধনির্যাস মূলত রাজকীয় ও যাজকীয় ক্ষমতা ও পদমর্যাদাকে প্রকাশ করতো। তাই তিন জ্যোতির্বিদ পণ্ডিত ঐ সমস্ত উপহার সামগ্রী নবজাত রাজাকে উপহার দেন। এখানে উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, ঐশরাজ্যের সর্বজনীনতা। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের স্রষ্টা স্বয়ং পরমেশ্বর। তিনি পৃথিবীর সকল জাতি-গোষ্ঠীর মানুষকে তাঁরই ভালবাসায় সৃষ্টি করেছেন। আর এ কারণে তাঁর জন্মক্ষণে শুধু স্ব-জাতি রাখালগণ নয়, কিন্তু সকল মানব জাতির প্রতিনিধি হিসেবে জ্যোতির্বিদগণ উপস্থিত ছিলেন। তারা তাঁকে রাজাধিরাজ হিসেবে প্রণাম জানান। মুক্তিদাতার আগমন যদিও একটি ক্ষুদ্র জাতির মধ্যদিয়ে হয়েছিল, তথাপি প্রকৃতপক্ষে যারা মনে প্রাণে আধ্যাত্মিক মুক্তি কামনা করেন এবং হৃদয়ে সর্ষে বীজ পরিমাণও বিশ্বাস নিয়ে তাঁর পানে এগিয়ে আসে এবং রাজা বলে স্বীকার করে তারাই মুক্তি লাভ করে।

দ্বিতীয়ত, জর্ডন নদীতে যিশু দীক্ষাগুরু যোহনের হাতে অনুতাপ-সূচক দীক্ষাস্নান গ্রহণ করে তিনি প্রকাশ করেন যে, তিনি পাপী মানুষের সহভাগী হতে চেয়েছেন, যাতে বিশ্বপাপ হরণ করতে পারেন। আর তখনই পরম পিতা তাঁকে তাঁর পরম প্রীতিভাজন, তাঁর প্রিয়তম পুত্র বলে প্রকাশ করেন *(মথি ৩:১৭)*। এ ঘটনার মধ্যদিয়ে ঈশ্বর নিজেই মানুষের কাছে নিজের পুত্রকে প্রকাশ করেন।

তৃতীয়ত, কানা নগরে বিয়ের উৎসবে যিশু প্রকাশ করেন যে, তাঁর ভক্তমণ্ডলী যেন তাঁর বধূ আর তিনি যেন তার বর, তিনি তাঁর ভক্তদের সঙ্গে একান্ত প্রেমের বন্ধনে আবদ্ধ। এ বিয়ের উৎসবেই যিশু তাঁর প্রথম আশ্চর্যকাজ করেন। সেখানে উপস্থিত লোকেরা বিশেষত চাকরেরা দেখতে পেয়েছিল ঈশ্বরের আশ্চর্য ক্ষমতা ও মহিমা। আর এ সংবাদ তখন থেকেই দিকে দিকে ফিরে চলেছিল।

প্রভুযিশু কি এখন আমাদের মাঝে প্রকাশিত হচ্ছেন? তাঁর কি জন্ম হচ্ছে এই পৃথিবীতে? আজকের এই পৃথিবীতে আমরা দেখতে পাই রাস্তায়, ফুটপাতে, বস্তিতে আজও যিশুর জন্ম হচ্ছে। ক্ষুধায়, শীতে আজও যিশু কষ্ট পাচ্ছেন। হেরোদের মতো লোকেরা আজও যিশুকে হত্যা করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত রয়েছে। মাদার তেরেজা বলতেন, "আমি অসহায়, অসুস্থ, ক্ষুধার্ত, গৃহহারা মানুষের মাঝে খ্রিস্টকে দেখতে পাই।" যিশু নিজেই বলেছেন, "আমার এ ক্ষুদ্রতম ভাইয়ের জন্য যা করেছ, তা আমারই জন্য করেছ *(মথি ২৫:৪০)*।" জ্যোতির্বিদ পণ্ডিতগণ খ্রিস্টকে দেখতে বহুদূর পথ পাড়ি দিয়ে এসেছিলেন। আমরা কি খ্রিস্টকে দেখতে পাশের বাড়িতে যাই? অসুস্থ, অবহেলিত ও হত-দরিদ্র মানুষেরা কি আমাদের গোচরে আসে?

আমরা আমাদের নিজেদের অন্তরের দিকে তাকাই, নিজেকে জিজ্ঞাসা করি, আমরা কি প্রভুর খোঁজ রাখি? কষ্টস্বীকার করে আমরা কি এগিয়ে যাই প্রভুকে বরণ করতে? আমরা কি তাঁকে হৃদয়ের রাজা ও ত্রাণকর্তা হিসেবে চিনতে ও গ্রহণ করতে পারি? আমরা কি আমাদের সম্পদ দান করতে প্রস্তুত থাকি? নাকি আমরা ইহুদী নেতাদের মতো ক্ষুদ্র স্বার্থের মোহে নিমজ্জিত? আমরা কি আমাদের সংকীর্ণ চিন্তাধারা ও প্রথার গণ্ডীর মধ্যে তাঁকে সীমিত করে রেখেছি? আমরা কি সকলের কাছে খ্রিস্টকে প্রচার ও প্রকাশ করতে পারি? পৃথিবীতে প্রভুর আগমন সম্পূর্ণ হয়েছে জেনে তিনজন পণ্ডিত মানুষের কাছে ঘোষণা করেছিলেন, যিশুর দীক্ষাস্নানের সময় ঈশ্বরের কণ্ঠস্বর শুনে মানুষ তা মনে গেঁথে রেখেছিল এবং অন্যদের কাছে প্রকাশ করেছিল; কানা নগরের বিয়ে বাড়ীতে জলকে দ্রাক্ষারসে পরিণত করার অলৌকিক ঘটনা প্রত্যক্ষ করে মানুষ জনতার মুখে মুখে তা ছড়িয়ে দিয়েছিল। খ্রিস্টকে জেনে, তাঁর বাণী অন্তরে রেখে আমরা কতটুকু তাঁকে প্রকাশ করি? এদেশে খ্রিস্টান হিসেবে আমাদের সংখ্যা অনেক কম। তাই হাটে-বাজারে, বাসে-ট্রেনে, লঞ্চে-বিমানে সর্বত্রই আমরা অন্যান্য ধর্মাবলম্বী মানুষের সাক্ষাতে আসি। তাই নিজেকে খ্রিস্টান বা খ্রিস্টের অনুসারী পরিচয় দিলে আমাদের অনেক সময়েই নানান প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়। অনেক ক্ষেত্রে তা চ্যালেঞ্জপূর্ণও বটে! তাই অনেকে বলে থাকেন যে, "আমি নিজেকে খ্রিস্টান হিসেবে পরিচয় দেই না, কারণ খ্রিস্টান হিসেবে পরিচয় দিলে লোকেরা প্রশ্ন করতে করতে নাজেহাল করে ছাড়ে।" অনেকেই আবার বিব্রতকর বা অস্বস্তিকর পরিস্থিতিতে পড়তে না চেয়ে গলার ক্রুশও ভেতরে লুকিয়ে রাখেন। এখন অবশ্য আমাদের ক্রুশ পড়াই বন্ধ হয়ে যাচ্ছে! আগের মতো ক্রুশ পড়তে ছেলে-মেয়েদের সচরাচর আর দেখা যায় না। এই সবকিছুই বাস্তবতা। তাই বলে নিজের স্বস্তি ও আরামদায়ক যাত্রা বা চলাফেরার জন্য আমরা খ্রিস্টকে লুকিয়ে রাখবো? নাকি আমরা ভয় পাই? যিশু আমাদের কি বলেছেন? "... তোমাদের যা-কিছু বলতে হবে, পবিত্র আত্মা ঠিক সেই সময়ে তোমাদের তা শিখিয়েই দিবেন *(লুক ১২:১২)*।" কাজেই, প্রভুর আত্মপ্রকাশ পর্ব আমাদের কাছে এই চ্যালেঞ্জ জানাচ্ছে যে, আমরা নিজেদের লুকিয়ে-গুটিয়ে রাখতে পারি না। খ্রিস্ট প্রকাশিত হয়েছেন, তাই তাঁকে প্রচার করার বা তাকে মানুষের কাছে প্রকাশ করার দায়িত্ব এখন আমাদের সকলের। কারণ সেই বিশেষ তারাটি পথ দেখিয়ে পণ্ডিতগণকে খ্রিস্টের কাছে নিয়ে গিয়েছিল। আমরা তাঁর অনুসারী হিসেবে তাঁর শিক্ষা, বাণী ও মূল্যবোধ দ্বারাই মানুষের কাছে এক একটি তারা হয়ে অন্যদের পথ দেখাতে পারি, যারা খ্রিস্টকে জানে না এবং চিনে না। পণ্ডিতগণ নতুন তারার গতি-বিধি দেখেও তাদের স্বাভাবিক জীবন যাপন করতে পারতেন, কষ্ট করে এতো দূর পথ পায়ে হেঁটে নতুন রাজাকে প্রণাম করতে নাও আসতে পারতেন। কিন্তু তারা ক্ষান্ত হননি। যখন আমাদের সামনে নতুন কোন সুযোগ আসে, আমরা কি তা গ্রহণ করতে ও বিশ্বাসের যাত্রায় এগিয়ে যেতে প্রস্তুত থাকি? যখন আমাদের কাছে খ্রিস্টকে প্রকাশ করার সুযোগ আসে, আমরা কি তা লুফে নেই? নাকি নির্বিঘ্ন জীবন কাটাতে পাশ কাটিয়ে যাই?

ছোট ফ্ল্যাট ও প্লট বিক্রয়

ঢাকার নর্দ্দায় : ২ বেড, ২ বারান্দা, ২ বাথ, ড্রয়িং-ডাইনিং-কিচেন,
মূল্য : ২৭ লক্ষ টাকা
গাজীপুরের পুবাইলে : ৫.২৫ কাঠা জমি
মূল্য : ৩১ লক্ষ টাকা
মোবাইল : 01845-418274
01711-427863

বিজ্ঞ/১৫/২২

নীরবতার সান্নিধ্যে পুণ্যশীল সাধু যোসেফ

ফাদার রবার্ট দীলিপ গমেজ সিএসসি

পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিস পবিত্র আত্মার প্রেরণায় উদ্ধুদ্ধ হয়ে ২০২১ খ্রিস্টাব্দকে উৎসর্গ করেছিলেন যিশুর পালক পিতা পুণ্যময় সাধু যোসেফের নিকট। সারাটি বছর আমরা অনেক সভা-সেমিনার এবং ধ্যান-প্রার্থনা করেছি এই পুণ্যময় মানুষটিকে নিয়ে। বর্তমান এই জড়বাদ ও ভোগবাদ জগতের মানুষের সামনে, পরিবারের কর্তা হিসাবে সাধু যোসেফ একটি উজ্জ্বল নক্ষত্র হয়ে ওঠেছিলেন। তিনি নীরবতার সান্নিধ্যে এসে নিজেকে রিক্ত করেছেন এবং জগতকে দিয়েছেন পূর্ণ হওয়ার অধিকার। তিনি ঈশ্বরের উপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাসপূর্ণ হৃদয় নিয়ে পরিবারের আদর্শ স্বামী ও পিতা হয়ে ওঠেছিলেন। কাথলিক খ্রিস্টমণ্ডলীর এই চিহ্ন **পবিত্র বিবাহ সাক্রামেন্ত** হলো একটি স্বর্গীয় অনুগ্রহ যার মধ্যদিয়ে আমরা সৃষ্টির সঙ্গে ঈশ্বরের মিলনসেতু রচনা করি। একজন যাজক হিসেবে আমার ক্ষুদ্র অনুধ্যান ও অভিজ্ঞতা সহভাগিতা করছি। আমরা যদি একটু চিন্তা করি তাহলে দেখতে পাব, সাধু যোসেফ ছিলেন একজন ধার্মিক, নীরবকর্মী, সহজ-সরলচিত্তের বিশ্বাসী এবং ঈশ্বরনির্ভরশীল ব্যক্তিত্ব।

আমরা পবিত্র বাইবেলে একবারও দেখিনি পুণ্যময় এই ব্যক্তিত্বের কোন কথা। কিন্তু তিনি নীরবতার মধ্যদিয়ে তাঁর জীবনে নিয়ে এসেছেন মঙ্গলময় ঈশ্বরের বিশেষ করুণা ও পরিত্রাণদায়ী কাজ। ঈশ্বর সবসময় তার কথা ও অভিব্যক্তি প্রকাশ করেছেন বিভিন্ন প্রবক্তাগণ এবং বিশেষ ব্যক্তিদের মধ্যদিয়ে। তারই মধ্যে অন্যতম একজন হলেন পুণ্যময় সাধু যোসেফ। সাধু মথি রচিত মঙ্গলসামচারে দেখি, তিনি মা মারীয়াকে কোন দোষ বা অপবাদ দিতে চাননি। তাই তিনি সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন তাকে গোপনে ত্যাগ করবেন *(মথি ১: ১৯-২০ পদ)*। যখন স্বর্গদূত গাব্রিয়েল স্বপ্নে দেখা দিয়ে যোসেফকে বললেন, তোমার এই হবু স্ত্রীকে ঘরে আনতে ভয় পেয়ো না। এই যে সন্তান জগতে আসছে, সে হলো পবিত্র আত্মার দান এবং ঈশ্বরের পরিত্রাণদায়ী কাজ। আবার স্বর্গদূত গাব্রিয়েল যোসেফকে স্বপ্নে দেখা দিয়ে বললেন, আজ এই রাত্রে তোমার সন্তান আর স্ত্রীকে নিয়ে মিশরে পালিয়ে যাও। আর তিনি কোন কথা না বলে সঙ্গে সঙ্গে রাজী হয়ে মিশর দেশে পালিয়ে গেলেন। আমি পিতা হিসাবে কি ঈশ্বরের কাছ থেকে এই পবিত্র আদেশবাণী শ্রবণ করি কিনা? পিতা হিসাবে পরিবারের জন্য আমার কি স্বপ্ন রয়েছে যা ঈশ্বর আপনার কাছ থেকে প্রত্যাশা করেন। সাধু যোসেফ তাঁর জীবনসাক্ষ্য দিয়ে আমাদের আহ্বান করছেন যেন আমরা ভয় না পাই, জীবনের যেকোন ঝুঁকিপূর্ণ পরিস্থিতিতে। শুধুমাত্র প্রয়োজন ঈশ্বরের উপর অগাধ বিশ্বাস, ভক্তি এবং শ্রদ্ধাবোধ। তিনি জানেন কিভাবে, কোথায় এবং কাকে পরিচালনা করবেন?

পুণ্যময় সাধু যোসেফ সামাজের সামনে নিজেকে নম্র করে নম্রতার সিংহাসনে বসে আছেন। তিনি নম্র ও বাধ্য হয়ে ঈশ্বরের ইচ্ছার প্রতি অনুগত ছিলেন এবং তার পারিবারিক জীবনে দেখি সৌন্দর্য, পবিত্রতা ও শ্রীবৃদ্ধি। শিশুযিশুকে তিনি নম্রতা গুণের মধ্যদিয়ে ন্যায্য হতে শিখিয়েছিলেন যা আমাদের বর্তমান বস্তুবাদ জগতে অনেক অপরিহার্য এবং একান্ত ভাবে কাম্য; যা পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের মধ্যে আমূল পরিবর্তন নিয়ে আসবে। যার দিক-নির্দেশনা হবে আগামী প্রজন্মের কাছে এই মহৎ প্রেরণার উৎস। মিডিয়ার প্রভাবে খ্রিস্টমণ্ডলীর পবিত্র সাক্রামেন্তের আশীর্বাদের গুণে যারা স্বামী-স্ত্রী হয়েছেন, এখন তারা একে অন্যের প্রতি সর্বদা বিশ্বস্ত এবং নম্র হয়ে জীবন-যাপন করার মন-মানসিকতা হারিয়ে ফেলছে। তার কারণ হলো পশ্চিমা দেশগুলোর নৈতিক মূল্যবোধের অবক্ষয় যা আমাদের এশীয় দেশগুলোর মধ্যে বিষাক্ত সংস্কৃতিতে পরিপূর্ণ হচ্ছে। এই নৈতিক অবক্ষয়ের আমূল পরিবর্তনের সময় এসে গেছে। এখন সমাজ অনেক শিক্ষা-দীক্ষায় শিক্ষিত কিন্তু কেন এত মূল্যবোধ ও নৈতিকতার অবক্ষয় এবং অধপতন? আমাদের এশীয় কৃষ্টিতে ও সংস্কৃতির মধ্যে যে ফাটল ধরেছে তা সংস্কারের প্রয়োজন রয়েছে। তা না হলে আমরা আমাদের কৃষ্টি ও সংস্কৃতি হারিয়ে ফেলবো। আমরা যেন ভুলে না যাই, প্রভু যিশুখ্রিস্ট নিজেই এই এশীয় সংস্কৃতি ও কৃষ্টিতে পবিত্র আত্মার প্রভাবে কুমারী মারীয়ার গর্ভে জন্ম নিয়েছিলেন। আর এই পবিত্র দায়িত্ব নিয়েছিলেন পুণ্যময় যোসেফ, একজন সাধারণ ছুতোর মিস্ত্রি। এখন কিভাবে আমরা আমাদের সমাজের সৌন্দর্য ও পবিত্র নিয়ম-কানুনগুলো পালনের মধ্যদিয়ে আমাদের পরিবারগুলোতে, সমাজে ও রাষ্ট্রের সামনে নীরবতার সান্নিধ্যে থাকবো, যা ঈশ্বর আমাদের কাছে প্রতিনিয়ত আত্ম-প্রকাশ করতে চান।

পুণ্যশীল সাধু যোসেফ নীরবতায়, কঠোর পরিশ্রম ও বিশ্বস্ততার মধ্যদিয়ে জগতের সামনে পরিত্রাণ সাধন করেছেন এবং মা মারীয়াকে একজন স্ত্রীরূপে যথাযথ সম্মান, মর্যাদা, ভালবাসা, রক্ষা ও শ্রদ্ধা করেছেন। তিনি পালক পিতা হিসাবে প্রভুযিশুকে সম্মানিত মানুষ হওয়ার জন্য সার্বিক ভাবে গঠন দিয়েছিলেন এবং হয়ে উঠেছিলেন একজন আদর্শ স্বামী, পিতা এবং বন্ধুসুলভ পরিবারের কর্তা। বর্তমান জগৎ চায় সব কিছুই তাৎক্ষণিক (Instant) পাওয়ার একটা তাগিদ। আমরা সবাই জানি, যে কাজ যত কঠিন ও পরিশ্রমের তার স্বাদও ততই মিষ্ট ও টেকসই। এই নৈতিকতা জেনেও আমরা অবৈধ কাজ করতে আগ্রহী হই। সমাজের এক শ্রেণীর মানুষ রয়েছে যারা এই ধরণের মানুষগুলোকে খোঁজে, তার অবৈধ কাজের সহযোগী হওয়ার জন্য এবং প্রলোভন দেখিয়ে আসক্ত করে ফেলে। আর সাধু যোসেফ আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয়, যেন আমরা সব সময় বিশ্বস্ত থাকি এবং ঈশ্বরের উপর পূর্ণ নির্ভরশীল হই। এই অসৎ প্রলোভনগুলো আমাদের ব্যক্তি জীবনে ও সমাজে প্রতিনিয়ত আসে। এখন নিজেকে প্রশ্ন করি; আমি কি এই অসততার মধ্যে ভেসে যাবো নাকি বিশ্বস্ত থাকবো!

পরিশেষে নীরবকর্মী সাধু যোসেফ প্রতিদিন আমাদেরকে অনুপ্রাণিত করছেন যেন আমরা ঈশ্বরের প্রসাদের প্রতি আরও বিশ্বস্ত হই এবং পরিবার জীবনে যেকোন সমস্যা ও কষ্টের সময় নিরাশ না হয়ে বরং আরও বিশ্বাসী হই এবং পবিত্র খ্রিস্টভক্ত হয়ে উঠি। পারিবারিক জীবনে যখন কেউ বিয়োগ হয় তখন বারবার ঈশ্বরের উপর রাগ ও অভিমান করি, কেন তুমি এই কাজটা করলে এই পরিবারের জন্য? কিন্তু কোন উত্তর পাই না তাৎক্ষণিক ভাবে। কিন্তু তা নীরবতার মাঝে বিশ্বাসের আলোকে ধীরে ধীরে গ্রহণ করে, ঈশ্বরের উপর বিশ্বাসী হয়ে উঠি। ঈশ্বর আমার পরিবার জীবনে যা স্থির করে রেখেছেন, তা তিনি করবেন যেন অন্য মানুষগুলো অনুপ্রাণিত হন এবং মন-পরিবর্তন করার মধ্যদিয়ে ঈশ্বরের ভালবাসার গুরুত্ব, তাদের পরিবারে অনুধাবন করতে পারে। আমরা পুণ্যশীল সাধু যোসেফের মধ্যস্থতায় প্রার্থনা করি, তিনি যেন আমাদের সাহায্য করেন ঈশ্বরের পবিত্র ইচ্ছা বুঝতে এবং সেই ভাবে নিজের পরিবার গঠন করতে॥

যথাযোগ্য মর্যাদায় বাংলাদেশ কাথলিক চার্চের উদ্যোগে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী ও স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী উদ্‌যাপন

লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে অর্জিত স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ। এদেশের মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। জাতির পিতার জীবন ও কর্ম আপামর জনসাধারণের কাছে তুলে ধরতে ১৭ মার্চ ২০২০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৬ ডিসেম্বর ২০২১ খ্রিস্টাব্দকে জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে 'মুজিব বর্ষ' হিসেবে উদ্‌যাপন করা হচ্ছে। স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষে ২৬ মার্চ ২০২১ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৬ ডিসেম্বর ২০২১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বর্ণাঢ্য কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে। বাংলাদেশের পাশাপাশি জাতিসংঘের ইউনেস্কোর উদ্যোগে বিশ্বব্যাপী পালিত হচ্ছে মুজিববর্ষ।

যথাযথ মর্যাদায় মুজিববর্ষ ও স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী পালন করার জন্য জাতীয় পর্যায়ে কেন্দ্রীয় উদ্‌যাপন কমিটি গঠন করা হয় ২০১৯ খ্রিস্টাব্দে। তৎকালীন বাংলাদেশ কাথলিক মণ্ডলীর প্রধান ধর্মগুরু ঢাকার আর্চবিশপ কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি'রোজারিও সিএসসি উক্ত কেন্দ্রীয় কমিটির একজন সম্মানিত সদস্য হবার মর্যাদা লাভ করেন। কেন্দ্রীয় কমিটির সাথে আলাপ-আলোচনার অনুপ্রেরণা নিয়ে মহামান্য কার্ডিনাল ১৩ জুলাই ২০১৯ খ্রিস্টাব্দে ঢাকার আর্চবিশপস্ হাউজে ঢাকায় অবস্থানরত সারা বাংলাদেশের বিশিষ্ট খ্রিস্টান ব্যক্তিদের নিয়ে আলোচনা সভায় বসেন এবং খ্রিস্টান সমাজে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী ও স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী পালনের বিষয়টি উপস্থাপন করলে উপস্থিত সকলেই এই উদ্যোগের সাধুবাদ করেন এবং সাথে সাথে প্রথম বাঙালি আর্চবিশপ ঈশ্বরের সেবক থিওটোনিয়াস অমল গাঙ্গুলী সিএসসি'র জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যটি উদ্‌যাপনের সাথে যোগ করতে বলেন। সেই আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতেই পরবর্তীতে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী ও স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী উদ্‌যাপনে খ্রিস্টান (কাথলিক) সমাজের কেন্দ্রীয় ও নির্বাহী কমিটি গঠিত হয়। যেখানে কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি'রোজারিও সিএসসি ঢাকার আর্চবিশপ ও বাংলাদেশ কাথলিক বিশপ সম্মিলনীর প্রেসিডেন্ট হিসেবে খ্রিস্টান সমাজে উদ্‌যাপনের কেন্দ্রীয় কমিটির প্রধানের দায়িত্ব পালন করেন। ২০২০ ও ২০২১ খ্রিস্টাব্দে করোনার আঘাত ও আক্রমণ সকল উদ্‌যাপনকে স্তব্ধ করে দেয়। তথাপি কেন্দ্রীয় কমিটির উদ্যোগে ও কার্ডিনালের নেতৃত্বে ২০২০ খ্রিস্টাব্দে মুজিব শতবর্ষের সূচনা বিশেষ প্রার্থনানুষ্ঠানের মাধ্যমে যথাযোগ্য মর্যাদায় করা হয়। বিভিন্ন কর্ম পরিকল্পনা করোনার কারণে বাস্তবায়িত করা সম্ভব হয়ে ওঠেনি। ২০২০ খ্রিস্টাব্দের সেপ্টেম্বরের ৩০ তারিখে কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি'রোজারিও সিএসসি ঢাকার আর্চবিশপের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি পেলে তার স্থলে আর্চবিশপ বিজয় এন ডি'ক্রুজ ওএমআই দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

বাংলাদেশের কাথলিক খ্রিস্টান সম্প্রদায় জাতীয় পর্যায়ে আড়ম্বরপূর্ণভাবে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী ও স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী উদ্‌যাপন করেছে ১১ ডিসেম্বর ২০২১ খ্রিস্টাব্দ, শনিবার। রাজধানী ঢাকার ফার্মগেটে অবস্থিত কৃষিবিদ ইন্সটিটিউট (কেআইবি) মিলনায়তনে এ মহতী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

বিকেল ৪টায় শুরু হওয়া প্রায় চার ঘন্টাব্যাপী এ অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত অতিথি এবং দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা প্রতিনিধিসহ প্রায় ১,০০০ জন অংশগ্রহণ করেন। ঢাকা আর্চডায়োসিসের মহামান্য আর্চবিশপ বিজয় এন ডি'ক্রুজ, ওএমআই এ অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন, যেখানে প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেন জাতীয় সংসদের মাননীয় স্পিকার ড. শিরিন শারমিন চৌধুরী। গেস্ট অব অনার হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশের প্রথম কার্ডিনাল মহামান্য প্যাট্রিক ডি' রোজারিও সিএসসি। বিশেষ অতিথি ছিলেন মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খাঁন কামাল, এম পি এবং মাননীয় ধর্ম প্রতিমন্ত্রী জনাব মো: ফরিদুল হক খান, এম পি।

এছাড়াও সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় সংসদ সদস্য জুয়েল আরেং, মাননীয় সংসদ সদস্য এডভোকেট গ্লোরিয়া ঝর্ণা সরকার এবং বাংলাদেশের আটটি কাথলিক ডায়োসিসের (ধর্মপ্রদেশের) মাননীয় বিশপগণ। বিভিন্ন অঞ্চলের প্রতিনিধিত্বকারী খ্রিস্টান বীর মুক্তিযোদ্ধাসহ অন্যান্য বীর মুক্তিযোদ্ধারা, বিভিন্ন খ্রিস্টান চার্চের প্রতিনিধিগণ, বিভিন্ন স্তরের নেতৃবৃন্দ ও আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ এ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন।

সমবেত কণ্ঠে জাতীয় সংগীত ও জাতীয় পতাকার প্রতি সম্মান প্রদর্শনের মাধ্যমে এ

অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। এরপর বরণ নৃত্য ও ফুলের শুভেচ্ছার মাধ্যমে আমন্ত্রিত অতিথি ও প্রতিনিধিত্বকারী মুক্তিযোদ্ধাদের স্বাগতম জানানো হয়।

বাংলাদেশ কাথলিক বিশপ সম্মিলনীর (সিবিসিবি) ভাইস-প্রেসিডেন্ট ও রাজশাহীর বিশপ জের্ভাস রোজারিও সর্বজনীন প্রার্থনা পরিচালনা করেন। সিবিসিবির সেক্রেটারি জেনারেল ও ময়মনসিংহের বিশপ পনেন পল কুবি সিএসসি স্বাগত বক্তব্যের মাধ্যমে এ অনুষ্ঠানকে সাফল্যমণ্ডিত করতে আহ্বান জানান।

এরপর তিনটি বিশেষ উপস্থাপনার মাধ্যমে স্বাধীনতা আন্দোলন, মহান মুক্তিযুদ্ধ এবং দেশ ও জাতি গঠনে বাংলাদেশের খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের ভূমিকা সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়। উপস্থাপনাগুলো হলো -- **স্বাধীনতা আন্দোলন ও মহান মুক্তিযুদ্ধে খ্রিস্টান সমাজের সম্পৃক্ততা:** বীর মুক্তিযোদ্ধা মি: চিত্ত ফ্রান্সিস রিবেরু; **দেশ ও জাতি গঠনে খ্রিস্টান সমাজ:** ড: বেনেডিক্ট আলো ডি'রোজারিও এবং **জাতি গঠনে খ্রিস্টান নারীদের অবদান:** সিস্টার মেরী দীপ্তি এসএমআরএ।

অতিথিবৃন্দ তাদের বক্তব্যে স্বাধীনতা আন্দোলন, মহান মুক্তিযুদ্ধ এবং স্বাধীনতা পরবর্তীকালে খ্রিস্টান দেশ ও জাতি গঠনে খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকার কথা কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করেন এবং সাধুবাদ জানান।

জাতীয় সংসদের মাননীয় স্পীকার ড. শিরিন শারমিন চৌধুরী বলেন, "ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষ ঐক্যবদ্ধভাবে মুক্তিযুদ্ধ করেছে ও ত্যাগস্বীকার করেছে। খ্রিস্টান সম্প্রদায় ক্ষুদ্র হলেও তাদের অনেক অবদান রয়েছে এবং তারা মুক্তিযুদ্ধে অনেক ত্যাগস্বীকার করেছে। কিন্তু সে সম্পর্কে আমাদের বিস্তারিত তেমন জানা নেই, কিন্তু তা জানতে হবে। স্বাধীনতার ৫০ বছর একটি অসামান্য উপলক্ষ্য তাদের এ ইতিহাসকে জানার। আমাদেরকে এ ৫০ বছরের ইতিহাস থেকে আগামী ৫০ বছরের ইতিহাস রচনা করতে হবে।"

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খাঁন কামাল বলেন, "খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের সাথে আমার দীর্ঘদিনের পথ চলা, আমরা একসাথে মিলে মিশে কাজ করে যাচ্ছি। বাংলাদেশ এগিয়ে যাচ্ছে কারণ বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সব ধর্ম ও বর্ণের মানুষকে একত্রিত করেছেন।" তিনি আরো বলেন, "শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সমাজ উন্নয়নে খ্রিস্টানদের অনেক অবদান রয়েছে। বিশেষ করে সমবায় আন্দোলনে তাদের অবদান অসামান্য। তারা অত্যন্ত সফলতার সাথে তাদের বিভিন্ন সমবায়ী প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করছেন।"

কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি' রোজারিও তার বক্তব্যে বলেন, "বাংলাদেশে খ্রিস্টান সম্প্রদায় ক্ষুদ্র কিন্তু কোন ক্ষেত্রে তারা নগণ্য বা দুর্বল নয়। তারা বঙ্গবন্ধুর আহ্বানে সাড়া দিয়ে মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। স্বাধীন বাংলাদেশকে সোনার বাংলা গড়ে তোলার প্রয়াসে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে বিগত ৫০ বছর ধরে খ্রিস্টান সম্প্রদায় কাজ করে আসছে। বর্তমানে সে কাজ আরো সম্প্রসারিত ও গতিময় করে তুলছে।"

অনুষ্ঠানের সভাপতি ঢাকার আর্চবিশপ ও বাংলাদেশ কাথলিক বিশপ সম্মিলনীর প্রেসিডেন্ট আর্চবিশপ বিজয় এন. ডি'ক্রুজ, ওএমআই সৃষ্টিকর্তাকে ধন্যবাদ জানান মহতী অনুষ্ঠানগুলো সম্পন্ন করার সুযোগ দানের জন্য। একই সাথে তিনি প্রধান অতিথি, বিশেষ অতিথিসহ সকল অতিথি ও উপস্থিত ব্যক্তিবর্গকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, আমরা সৌভাগ্যবান কেননা আমরা জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকী ও জাতির স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী উদ্‌যাপন করতে পারছি। স্বাধীনতা যুদ্ধে ক্ষুদ্র খ্রিস্টান সমাজের যেমনি বিশেষ ভূমিকা ছিল ঠিক তেমনি দেশ গঠনেও তারা নিরলসভাবে কাজ করে চলেছে। বিশেষভাবে দেশের প্রত্যন্ত এলাকায় শিক্ষার আলো দান ও দীন-দরিদ্রদের জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে কাজ করার মধ্যদিয়ে। আমাদের খ্রিস্টান সমাজের অত্যন্ত গর্বের বিষয় যে, আমাদের মধ্যে কোন রাজাকার নেই।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী ও স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষে প্রকাশিত একটি বিশেষ স্মরণিকার মোড়ক উন্মোচন করা হয়। প্রকাশনাটিতে বাংলাদেশের খ্রিস্টান সম্প্রদায় এবং স্বাধীনতা আন্দোলন, মহান মুক্তিযুদ্ধ এবং স্বাধীনতা পরবর্তীকালে দেশ ও জাতি গঠনে খ্রিস্টানদের অবদান, তাদের সমাজ ভাবনা ও দেশপ্রেম প্রভৃতিসহ জাতীয়ভাবে গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন প্রবন্ধ, তথ্য ও উপাত্ত স্থান পেয়েছে।

অনুষ্ঠানের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ ছিলো জীবিত ও প্রয়াত মুক্তিযোদ্ধাদের বিশেষ সম্মাননা প্রদান। কেন্দ্রীয় কমিটির পক্ষ থেকে প্রধান অতিথি এবং বিশেষ অতিথিগণ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের খ্রিস্টান মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতিনিধিত্বকারী ৪০ জনকে বিশেষ মেডেল পরিয়ে দেন। এ সময়ে মুক্তিযুদ্ধে অবদান রেখে ইতোমধ্যে যারা মৃত্যু বরণ করেছেন শুধু এমন ৩৫ জনকে মরণোত্তর সম্মাননা প্রদান করা হয়। অনুষ্ঠানের অতিথিদের হাতে বিশেষ স্মারক হিসেবে ক্রেস্ট তুলে দেওয়া হয়।

দেশাত্ববোধক গান, নৃত্য, শিশুদের অংশগ্রহণে বিশেষ নাটক, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব এবং মুক্তিযুদ্ধ ও খ্রিস্টান সম্প্রদায় বিষয়ক প্রামান্যচিত্র প্রভৃতির সমন্বয়ে এক মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এ আয়োজনের সমাপ্তি ঘটে।

উল্লেখ্য, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী ও স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী উদ্‌যাপনে এক বছরেরও বেশি সময় ধরে বাংলাদেশ কাথলিক চার্চের উদ্যোগে গঠিত কেন্দ্রীয় কমিটির নেতৃত্বে জাতীয় এবং আঞ্চলিক পর্যায়ে বিভিন্ন কর্মসূচী পালন করেছে। প্রার্থনা, সভা ও সেমিনারের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুর জীবন ও আদর্শ, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও স্বদেশপ্রেম বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির প্রয়াস নেয়া হয়েছে। এ সময়ে দেশজুড়ে সাত (৭) লক্ষের বেশি ফলদ বৃক্ষ রোপণ করা হয়েছে। স্থানীয় চার্চ ও খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের উদ্যোগে মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিসৌধ, স্মারক এবং দলিলপত্র সংগ্রহ ও সংরক্ষণ এবং স্বীকৃত খ্রিস্টান মুক্তিযোদ্ধাদের সাক্ষাৎকার গ্রহণের মাধ্যমে ইতিহাস লিপিবদ্ধ করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এছাড়াও প্রথমবারের মতো কাথলিক চার্চের উদ্যোগে স্বাধীনতা আন্দোলন, মহান মুক্তিযুদ্ধ এবং স্বাধীনতা পরবর্তীকালে খ্রিস্টান দেশ ও জাতি গঠনে খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের সম্পৃক্ততা, অবদান এবং সমাজ ও রাষ্ট্র সম্পর্কে খ্রিস্টানদের ভাবনাকে লিপিবদ্ধ করে বই আকারে প্রকাশ করার কাজ চলমান রয়েছে।

অনুষ্ঠানের শুরুর দিকে বক্তব্যমালা বেশ দীর্ঘ সময় নিয়ে নিলে ও প্রধান অতিথিসহ বিশেষ অতিথিরা চলে গেলে শেষদিকে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যাও কমতে থাকে। তবে খ্রিস্টান সমাজের বিভিন্ন শিল্পীদের অংশগ্রহণে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের দ্যুতি সকলের মনে প্রফুল্লতা এনে দেয়। সন্ধ্যা ৮:৩০ মিনিটে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী ও স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী উদ্‌যাপনে খ্রিস্টান (কাথলিক) সমাজের কেন্দ্রীয় কমিটির সমন্বয়কারী ফাদার বুলবুল আগস্টিন রিবেরু'র ধন্যবাদ বক্তব্যের মধ্যদিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে॥

কৃতজ্ঞতা স্বীকার:
রক রনাল্ড রোজারিও ও সুনীল পেরেরা

পোপের সর্বজনীন পত্র "আমরা সকলে ভাইবোন" (ফ্রাতেল্লী তূত্তি)

ড. ফাদার তপন ডি' রোজারিও

৫ম অধ্যায় (Chapter 5) অধিকতর মৌলিক গুনমানের রাজনীতি (A Better Kind of Politics)

পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিসের "সবাই ভাই ভাই" বা ফ্রাতেল্লী তূত্তি শিরোনামের সর্বজনীন পালকীয় পত্রটির ৫ম অধ্যায়ের মূলভাব "একটি অধিক মৌলিক মানসম্পন্ন রাজনীতি"। এই রাজনীতি সর্বসাধারণের এবং বিশ্বজনীন মঙ্গলানুসন্ধান করে; এটি জনগণের জন্য ও জনগণকে সঙ্গে নেবার রাজনীতি। অন্য কথায়, এটি সামাজিক দয়া-করুণা-ভালবাসার চর্চাকারী এবং ক্রমাগত মানব মর্যাদার পন্থানুসরণকারী জনগণের রাজনীতি। এটি সেই পুরুষ ও নারীরাই সম্পাদন করতে পারে যারা রাজনৈতিক ভালবাসার সাথে অর্থনীতিকে একটি জনপ্রিয় সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং রাজনৈতিক প্রকল্পে সমন্বিত করে নিতে পারঙ্গম।

ভ্রাতৃত্বের এক বৈশ্বিক পরিবার উন্নয়নের জন্য জনগণ ও জাতিগণের পক্ষ থেকে সামাজিক মৈত্রের জন্য দরকার একটি অধিকতর গুণগত মানের উপর স্থাপিত রাজনীতির, যে রাজনীতি আসলেই অভিন্ন মঙ্গল বা গণকল্যাণ সেবায় নিয়োজিত *(ফ্রাতূ ১৫৪)*। এ রকম রাজনীতি পপূলিজম বা জনতোষণবাদ থেকে আলাদা যা কি-না উদ্ভূত হয় যখন নেতৃবৃন্দ তাদের ব্যক্তিগত সুযোগ-সুবিধা বা ক্ষমতা কুক্ষিগত রাখার জন্য রাজনৈতিকভাবে একটি জাতির কৃষ্টিকে একটি আদর্শবাদের পতাকা তলে রেখে শোষণ-নিষ্পেষণ করে *(ফ্রাতূ ১৫৯)*। পোপ ফ্রান্সিস এখানে এমন এক জনতুষ্টিবাদ (পপূলিজম) নির্দেশ করছেন যা জনগণের বৈধ ধারণা অবজ্ঞা করে, এ রাজনীতি শোষণ করার জন্য নানাবিধ জরীপকে আকর্ষিত করে, নিজেদের জন্য সেবার পরিধি বৃদ্ধি করে এবং নিজেদের স্বার্থপরতা এবং জনপ্রিয়তা বাড়াতে কথায় কথায় প্রতিশ্রুতির গরম গরম জারক ঢেলে দেয় *(ফ্রাতূ ১৫৯)*। কিন্তু অধিক মৌলিক গুণমানসম্পন্ন রাজনীতি "সামাজিক জীবনের প্রয়োজনীয় পরিমাত্রার" কাজকে রক্ষা করে। অধিক গুণমানের মৌল-বুনিয়াদী রাজনীতি স্বীকার করে জনগণের গুরুত্ব, বুঝাপড়া করে মুক্তভাবে, আর আলোচনা ও সংলাপ করতেও থাকে সদা উন্মুক্ত *(ফ্রাতূ ১৬০)*। পোপীয় ভাষায়, সত্যিকারভাবে "জনপ্রিয়" বিষয়টি হচ্ছে ঈশ্বর যে বীজ তাদের মাঝে রোপন করে দিয়েছেন তা প্রতিপালন করতে সবাইকে সমান সুযোগ দান করা *(ফ্রাতূ ১৬২)*।

দীন-দরিদ্রদের সহায়তার অর্থ তাদেরকে কর্মসংস্থানের মধ্য দিয়ে মর্যাদাসম্পন্ন জীবনের দিকে চালিত হতে অনুমতি বা স্বীকৃতি দেওয়া। যে দারিদ্র্য শ্রম এবং শ্রমের মর্যাদা কেড়ে নেয় তা থেকে মন্দ বা খারাপ অভাব-দীনতা বলে আর কোন কিছু নেই *(ফ্রাতূ ১৬২)*। দরিদ্র্যতার বিরুদ্ধে সবচেয়ে ভাল কৌশল হলো অপ্রতিরোধী উপাদান না হওয়া, বরং সংহতি প্রকাশ করা এবং ভর্তুকী উৎসাহিত করা *(ফ্রাতূ ১৮৭)*।

নানা কারণে, নানাভাবে দূরে থাকা বা ভুলে থাকা ভ্রাতা বা ভগ্নীকে অন্তর্ভূক্ত করে প্রেমঘন দয়া-করুণা প্রকাশ পায় ব্যক্তিগত সাক্ষাতের মাধ্যমে। এখানে প্রয়োজন আছে এক মহত্তর ভ্রাতৃত্বের স্পিরিট বা চেতনার। তবে আরো বেশি দরকার আছে দরিদ্র্য দেশগুলোতে যারা 'ঈশ্বর প্রদত্ত সন্তাপে (স্রষ্টা যা' চেয়েছেন তাই হয়েছে!) কষ্টভোগ করছে এবং মরণোন্মুখ তাদের সমস্যা সমাধানে সাহায্য করতে একটি অধিক কার্যকরী সংস্থা গড়ে তোলা *(ফ্রাতূ ১৬৫)*।

শিক্ষা এবং লালন-পালন, অন্যের জন্য উদ্বেগ, জীবনের একটি সুসমন্বিত দৃষ্টিভঙ্গী এবং আধ্যাত্মিক বৃদ্ধিলাভ: এ সবই গুণগত মানবিক সম্পর্কের জন্য অতীব দরকারী বিষয় *(ফ্রাতূ ১৬৭)* বটে। তবে, আমাদের দরকার এমন এক রাজনীতির যা মানব মর্যাদাকে ফিরিয়ে দিবে মূল কেন্দ্রস্থলে, আর সেই স্তম্ভের উপরই আমরা নির্মাণ করতে পারব আমাদের প্রয়োজনের বিকল্প সামাজিক কাঠামো *(ফ্রাতূ ১৬৮)*। পোপের ভাষায় আমাদের যে রাজনীতি দরকার, তা হবে মানব মর্যাদাকেন্দ্রিক এবং কোনভাবেই আর্থিক লেনদেনের বিষয়কেন্দ্রিক নয় কারণ "বাজার বা মার্কেট সব সমস্যার সমাধান দিতে পারে না" *(ফ্রাতূ ১৬৮)*। এক্ষেত্রে অনেক পপুলার মুভমেন্ট বা জনপ্রিয় আন্দোলন আসল "নৈতিক শক্তির তীব্র স্রোত" হিসেবে বিশেষভাবে উল্লেখ করা প্রাসঙ্গিক হতে পারে। এখন তাদেরকে আরও বেশি করে সমাজে পারস্পরিক যোগাযোগ-সমন্বয় বাড়াতে হবে। পোপ বলেন যে, এইভাবেই গরীবদের জন্য গরীবদের সাথে পলিসি বা কৌশলের মাধ্যমে কলুষিত-চক্র থেকে নাগালের বাইরে যাওয়া সম্ভব হয়ে উঠবে। গরীবের সাথে না থেকেও গরীবদের জন্য কাজ করা যায় এমন সামাজিক কৌশলের ধারণা থেকে আমাদের উত্ড়ে যেতেই হবে *(ফ্রাতূ ১৬৯)*।

জাতিসংঘ সংস্থাটির যেমন পুনর্গঠন দরকার তেমনিভাবে অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানসমূদয় এবং আন্তর্জাতিক আর্থিক মূলধন বিনিয়োগও রিফর্মড্ হতে হবে, যেন জাতিগণের পরিবার ধারণাটি আসল দন্ত অর্জন করতে পারে। আদর্শ সর্বজনীন ভ্রাতৃত্ব অর্জনের জন্য ন্যায্যতা একটি আবশ্যিক পূর্বশর্ত *(ফ্রাতূ ১৭৩)*।

রাজনীতি অবশ্যই হবে না অর্থনীতির অধীন, অথবা অর্থনীতিও হবে না সঙ্গতি বা সংগঠনের হুকুমের প্যারাডাইম অধীন। *(ফ্রাতূ ১৭৭)*। আসল রাষ্ট্রযন্ত্র স্বরূপে প্রকাশ পায় যখন কঠিন সময়ে আমরা সমুন্নত নীতি-নৈতিকতাকে তুলে ধরি উঁচুতে আর ভাবি দীর্ঘ মেয়াদী কমন গুড বা অভিন্ন কল্যাণ *(ফ্রাতূ ১৭৮)*।

পোপ ফ্রান্সিস আমাদের আহ্বান করেন এমনই একটি সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থার উপর যার অন্তরাত্মা হচ্ছে সোশ্যাল চ্যারিটি বা করুণাঘন সামাজিক প্রেম *(ফ্রাতূ ১৮০)*। এ রাজনৈতিক প্রেম জন্ম নেয় সর্ব মানবের মঙ্গল সন্ধানী সামাজিক সচেতনা থেকে *(ফ্রাতূ ১৮২)*। "সামাজিক প্রেম"-ই একটি ভালবাসার সভ্যতার দিকে এগিয়ে যাওয়া সম্ভব করে তোলে। আজ আমরা এই সভ্যতার জন্যই আহূত বলে অনুভব করি। এটি একটি তাড়না বা শক্তি যা আজকের জগতের সমস্যাসমূদয়, প্রত্যাশার গভীরতার নবীকৃত কাঠামো, সামাজিক সংস্থা এবং আইনী ব্যবস্থা সংস্কার করার জন্য নব নব উপায়ে আগুয়ান হতে আমাদের সক্ষম করে তোলে *(ফ্রাতূ ১৮৩)*।

চ্যারিটি বা করুণাবিষ্ট প্রেমের দরকার আছে সত্যের আলো, যুক্তির আলো আর বিশ্বাসের আলো *(ফ্রাতূ ১৮৫)*।

রাজনীতিবিদদের আহ্বান করা হয়েছে ব্যক্তি ও জনগণের পরিচর্যায় যত্নবান হতে *(ফ্রাতূ ১৮৮)*। রাজনীতিবিদগণ হলেন উচ্চাভিলাষী ক্রিয়ক ও নির্মাতা; তাদের থাকতে হবে একটি বিস্তৃত, বাস্তব এবং কার্যকরী দৃষ্টি যা কি-না তাদের নিজস্ব সীমানার বাইরেও তাকাতে সক্ষম *(ফ্রাতূ ১৮৮)*। রাজনীতির কাজ হলো মৌলিক মানবিক অধিকার আক্রমনের সমাধান দেওয়া, যেমন সামাজিকভাবে একঘরে করা; মানব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ-টিসূ কেনাবেচা, অস্ত্র ও মাদক; যৌন শোষণ; শ্রম-দাস, সন্ত্রাস এবং সংঘবদ্ধ অপরাধ। পোপ সমব্যথী হয়ে আবেগী আবেদন রাখেন "মানবতার জন্য লজ্জার উৎস মানব পাচার" চিরতরে উৎখাত করে দিতে, আর ক্ষুধা হলো "অপরাধী" কেননা খাদ্য একটি "অবিচ্ছেদ্য অধিকার" *(ফ্রাতূ ১৮৮-১৮৯)*। রাজনীতিবিদগণ আহূত অন্তত: কিছু কিছু বিষয়ে মুখোমুখিতা উৎসাহিত করতে এবং সমধর্মিতা অনুসন্ধান করার জন্য ত্যাগস্বীকার করতে *(ফ্রাতূ ১৯০)*।

রাজনীতি অবশ্যই অন্যকে ভালবাসা এবং যত্ন নেবার জন্য স্থান প্রস্তুত করবে, কারণ এ ভালবাসাই পরস্পরকে কাছে টেনে নেয় এবং এক সময় তা আসল প্রেমে পরিণত হয়। কোমলতা বা স্পর্শকাতরতাও একটি আন্দোলন বিশেষ যা উৎসারিত হয় মানব অন্তর থেকে। যুগ যুগ ধরে এ কোমলতাই হয়ে আছে সবচেয়ে বেশী শক্তিমানের, সবচেয়ে বেশি সাহসী নর ও নারীর পছন্দনীয় পথ হিসেবে *(ফ্রাতূ ১৯৪)*।

রাজনীতিবিদগণের আত্ম জিজ্ঞাসা করা উচিৎ: "আমি আমার কৃতকর্মে কতটুকু প্রেম নিয়োগ করেছি?" "আমাদের জনগণের উন্নয়নের জন্য আমি কী করেছি?" "সামাজিক জীবনে আমি কী চিহ্ন রেখে যাচ্ছি?" "আমি কী সত্যিকার বন্ধন রচনা করেছি?" "আমি কী ইতিবাচক কর্ম-প্রভাব ও কর্ম-শক্তি অবমুক্ত করেছি?" "আমি কত পরিমাণ সামাজিক শান্তি বপন করেছি?" "আমার অবস্থানে অর্পিত দায়িত্ব পালনে আমি ভাল বা উত্তম কী অর্জন করেছি?" *(ফ্রাতূ ১৯৭)*॥

দি খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লি:, ঢাকা
THE CHRISTIAN CO-OPERATIVE CREDIT UNION LTD., DHAKA
(স্থাপিত ঃ ১৯৫৫ খ্রিঃ রেজিঃ নং-৪২/১৯৫৮/ Estd. 1955, Regd. No. 42/1958)

Ref: CCCUL/CEO/HRD/2021-2022/521 Date: 11 January, 2022

Re-Advertisement for IELTS Course

We are very happy to inform everyone that we are going to start our 23rd batch of IELTS Course. The course details are as follows:

Focus area of the course : Speaking, Listening, Writing & Reading
Course starting date : 02 February, 2022
Duration of the course : 2 months
Course fee : Tk. 7,500/- (Including Application Form and Admission Fee)
Class Schedule : Weekly 3 days (Saturday, Monday & Wednesday) from 6:00 pm - 8:00 pm
Collection of form and Submission : Reception desk of the Credit Union and Website of Dhaka Credit http://www.cccul.com/
Last day of admission : 31 January, 2022
Admission eligibility : Any students/youth can get admission (All Community).

- ❖ Those who want to move abroad for higher education will get preference.
- ❖ The Minimum education qualification is S.S.C.
- ❖ The course is taken by highly experienced teacher.
- ❖ Students must be attending 90 % of the total classes.

Admission is open every working day during office hours.

Ignatious Hemanta Corraya
Secretary
The CCCU Ltd., Dhaka

দি খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লি:, ঢাকা
THE CHRISTIAN CO-OPERATIVE CREDIT UNION LTD., DHAKA
(স্থাপিত ঃ ১৯৫৫ খ্রিঃ রেজিঃ নং-৪২/১৯৫৮/ Estd. 1955, Regd. No. 42/1958)

Ref: CCCUL/CEO/HRD/2021-2022/522 Date: 11 January, 2022

Re-Advertisement for the Spoken English & Life Style Course

We are very happy to inform everyone that we are going to start our 38th batch of Spoken English & Life Style Course. The course details are as follows:

Focus area of the course : Speaking, Listening, Writing & Lifestyle
Course starting date : 02 February, 2022
Duration of the course : 2 months
Course fee : Tk. 3500 /- (Including Application Form and Admission Fee)
Class Schedule : Weekly 3 days (Saturday, Monday & Wednesday 4:00 – 6:00 pm)
Collection of form and Submission : Reception desk of the Credit Union and Website of Dhaka Credit http://www.cccul.com/
Last day of admission : 31 January, 2022
Admission eligibility : Any students/youth can get admission (All Community).

- ❖ Those who are looking for a job after graduation will get preference.
- ❖ Those who want to move abroad for higher education will get preference.
- ❖ The Minimum education qualification is S.S.C.
- ❖ The course is taken by highly experienced teacher.
- ❖ A Certificate will be awarded after successful completion of the course.
- ❖ Students must attend 90 % of the total classes.

Admission is open for every working day in office hours.

Ignatious Hemanta Corraya
Secretary
The CCCU Ltd., Dhaka

বিজ্ঞ/১৮/২২

মঠবাড়ী ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী সমবায় সমিতি লিঃ

মঠবাড়ী, উলুখোলা, কালীগঞ্জ, গাজীপুর।

নিবন্ধন নম্বরঃ ২০৫১, তারিখঃ ১২-০৬-২০১২ খ্রিস্টাব্দ

সূত্র নংঃমক্ষুব্যসসলি/ট্রেজারার/৩৩/২০২১-২০২২ তারিখঃ ১০ জানুয়ারি, ২০২২ খ্রিস্টাব্দ

নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি

মঠবাড়ী ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী সমবায় সমিতি লিঃ এর জন্য নিম্ন লিখিত পদসমূহে নিয়োগের জন্য যোগ্য প্রার্থীদের নিকট থেকেআবেদন/দরখাস্ত আহ্বান করা যাচ্ছে-

ক্রমিক নং	পদের নাম	পদের সংখ্যা	বেতন	শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা
০১	হিসাব রক্ষক	০১	পে-স্কেল অনুসারে	অনুমোদিত কলেজ/বিশ্ববিদ্যালয় থেকে হিসাব বিজ্ঞানে স্নাতক সনদপ্রাপ্ত হতে হবে। সমমর্যাদা পদে কমপক্ষে ০২ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
০২	বিক্রয়কর্মী	০২	পে-স্কেল অনুসারে	এইচএসসি সনদপ্রাপ্ত হতে হবে। সমমর্যাদা পদে কমপক্ষে ০২ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
০৩	জীম ট্রেইনার	০১	পে-স্কেল অনুসারে	এইচএসসি সনদপ্রাপ্ত হতে হবে। সংশ্লিষ্ট কাজের উপর দক্ষতা থাকতে হবে। সমমর্যাদা পদে কমপক্ষে ০২ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
০৪	বিউটিশিয়ান	০১	পে-স্কেল অনুসারে	এইচএসসি সনদপ্রাপ্ত হতে হবে। সংশ্লিষ্ট কাজের উপর দক্ষতা থাকতে হবে। সমমর্যাদা পদে কমপক্ষে ০২ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
০৫	কালেক্টর (চুক্তিভিত্তিক)	০১	পে-স্কেল অনুসারে	এইচএসসি সনদপ্রাপ্ত হতে হবে। সংশ্লিষ্ট কাজের উপর দক্ষতা থাকতে। সমমর্যাদা পদে কমপক্ষে ০১ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
০৬	হাউজ কিপিং	০১	পে-স্কেল অনুসারে	এসএসসি সনদপ্রাপ্ত হতে হবে। সংশ্লিষ্ট কাজের উপর দক্ষতা থাকতে হবে। সমমর্যাদা পদে কমপক্ষে ০১ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
০৭	বিক্রয়-সহকর্মী	০১	পে-স্কেল অনুসারে	অষ্টম শ্রেণী পাশ। সংশ্লিষ্ট কাজের উপর দক্ষতা থাকতে হবে। সমমর্যাদা পদে কমপক্ষে ০১ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
০৮	ছাত্র প্রকল্প		নীতিমালা অনুসারে	এইচএসসি সনদপ্রাপ্ত হতে হবে।

শর্তাবলী

১) আবেদনকারী কোন পদের জন্য আবেদন করছেন তা উল্লেখ্য করে একটি আবেদপত্র-সহ, পূর্ণ জীবনবৃত্তান্ত, শিক্ষাগত যোগ্যতা সনদের ফটোকপি, অভিজ্ঞতা সনদের ফটোকপি, জাতীয় পরিচয়পত্রের ফটোকপি, ০২ কপি পাসপোর্ট সাইজের রঙ্গিন ছবি আগামী ২৫ জানুয়ারি ২০২২ খ্রিস্টাব্দ বিকাল ০৫:০০ ঘটিকার মধ্যে অত্র সমিতির ম্যানেজার, (এডমিন এন্ড এইচআর) - এর নিকট জমা দিতে হবে।

২) আবেদনের ঠিকানা-
প্রতি,
ট্রেজারার
মঠবাড়ী ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী সমবায় সমিতি লিঃ
গ্রাম-মঠবাড়ী, ডাকঘর- উলুখোলা, উপজেলা- কালীগঞ্জ, জেলা- গাজীপুর।

৩) ব্যক্তিগত যোগাযোগ প্রার্থীর অযোগ্যতা বলে বিবেচিত হবে।

৪) ত্রুটিযুক্ত আবেদন বাতিল বলে গণ্য হবে।

৫) এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি কোনরূপ কারণ দর্শানো ব্যতিত পরিবর্তন, স্থগিত বা বাতিল করার পূর্ণ অধিকার কর্তৃপক্ষ সংরক্ষণ করে।

ধন্যবাদান্তে,

রিচার্ড ফ্রান্সিস রোজারিও
ট্রেজারার
মঠবাড়ী ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী সমবায় সমিতি লিঃ

বিপ্র/১৭/২২

নিয়মিত কলাম

সেদিনের গল্পকথা

হিউবার্ট অরুণ রোজারিও

একাত্তরের সাক্ষ্য

১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে পূর্ববঙ্গে পাকিস্তান হানাদার ও তাদের এ দেশীয় দোসররা যে নির্মম হত্যাযজ্ঞ চালিয়েছিল এ থেকে প্রাণ বাঁচাতে নিজ ঘরবাড়ি ও দেশ ছেড়ে ভারতের বিভিন্ন শরণার্থী শিবিরে আশ্রয় নিয়েছিল লক্ষ লক্ষ দেশবাসী। এই মানবিক সংকটের দিকে বিশ্ববাসীর দৃষ্টি আকর্ষণে একাত্তরের ভয়াবহতার প্রত্যক্ষদর্শীদের বিবিধ বিবরণ প্রকাশিত হয়েছিল "দ্যা টেষ্টিমনি অব সিক্সটি অন ক্রাইসিস ইন বেঙ্গল।" বাংলাদেশের অকৃত্রিম বন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধের সময় বৃটিশ দাতব্য সংস্থা অক্সফামের হয়ে ত্রাণ তৎপরতা সমন্বয়কারি জুলিয়ান ফ্রান্সিস। তিনি বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক "মুক্তিযুদ্ধের বন্ধু" সম্মাননায় ভূষিত হয়েছিলেন। তিনি ৬০ জন মহান পুরুষদের মধ্যে এখনো বাংলাদেশে বসবাস করছেন এবং কাজ করে যাচ্ছেন। আমাদের মাঝে অনেকে তার নাম শুনেছেন। আবার এ প্রজন্মের অনেকে এই মহান পুরুষের কথা জানেনা। জুলিয়ান ফ্রান্সিস সকল বাঙালির স্বজন ও শ্রদ্ধার পাত্র।

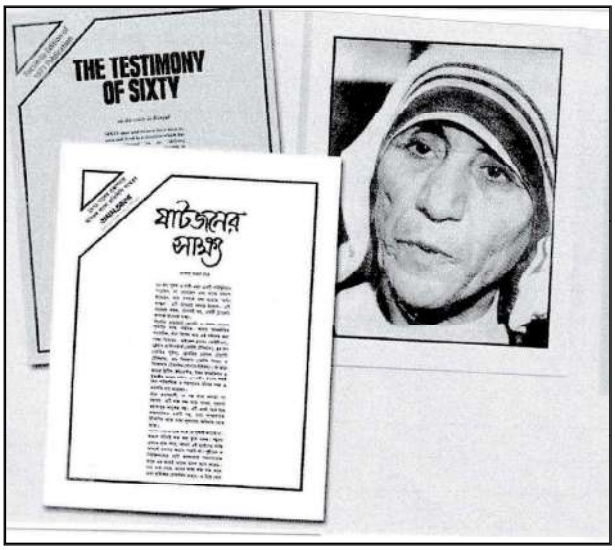

শরণার্থীদের শিবিরগুলির উপর তীব্র শীত নেমেছিল। প্রতি মাসে ত্রাণকাজের জন্য খাদ্য ও ঔষধপত্রের জন্য নিয়মিত বড় অঙ্কের অর্থ জোগান দেয়া প্রায় অসম্ভব হয়ে ওঠেছিল তাদের বাঁচাতে, তাদের মর্মান্তিক অবস্থা বিশ্ববাসীর নজরে আনতে প্রকাশিত হয়েছিল "দ্যা টেস্টিমনি অব সিক্সটি" নামের বইটি। এই টেস্টিমনি সারা বিশ্ববাসীর মনকে সাড়া দিতে সক্ষম হয়েছিল। বিশ্ববাসী সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল। শীত থেকে রক্ষা পাবার জন্য অক্সফাম প্রচার করে।

"আপনার বিছানা থেকে বাড়তি কম্বলটি তুলে নিন" "বড়দিন উপলক্ষে নতুন একটি সোয়েটার কিনুন এবং পুরোনোটা শরণার্থীদের দান করুন।"

দয়াবশত বৃটিশ ডাক বিভাগ অক্সফামের ঠিকানায় পাঠানো ত্রাণ ও কম্বল, গরম কাপড় বিনামূল্যে পাঠিয়ে দেয়। খাদ্যসমগ্রী বৃটিশ রয়াল এয়ারফোর্স বিনা পয়সায় কোলকাতায় পৌছে দিত। সে সময় ভারতের ৯০০ ত্রাণশিবিরে এক কোটি বাংলাদেশী আশ্রয় নিতে পেরেছিল। এত বিপুল সংখ্যক শরণার্থীদের জন্য দান করা খাদ্য-বস্ত্র ও জীবন বাঁচানো অত্যন্ত কঠিন কাজ। এটা সম্ভব হয়েছিল অনেক সংস্থা ও মহামানবদের বীরোচিত দয়ায়। এসব দয়ালু ও মহৎপ্রাণ ব্যক্তিদের সাহায্যের জন্যে কখনো খ্যাতি বা কৃতিত্ব নিতে চান নাই। তারা বলেছেন, "যেটা করা প্রয়োজন ছিল তারা সেটাই করেছেন।" তারা সারা বিশ্ববাসীর চোখ খুলে দিতে সক্ষম হয়েছিল। তাদের দয়ার কাজের সাক্ষ্য গ্রহণ করেই ছাপা হয় "টেস্টিমনি অব সিক্সটি। সেখানে ছিলেন মাদার তেরেজা, সিনেটর এডুয়ার্ড কেনেডির মত বিখ্যাত ব্যক্তিবর্গ, তাদের সাথে যোগ দেন বিশ্ববরেণ্য সাংবাদিকবৃন্দ এন্থনি ম্যাসকারিনহাস, জন পিলজার, নিকোলাস টোমলিন, ক্ল্যারি হলিংওয়ার্থ, জেমস্ ক্যামেরুন ও মার্টিন উলকাটের মত সাংবাদিকগণ। রোমানো ম্যাগনোসি ও ডোনাল ম্যাককুলিন, জহির রায়হান সহ প্রখ্যাত আলোকচিত্র সাংবাদিকগণ হৃদয় বিদারক ছবি বিশ্ববাসীর চোখের সামনে তুলে ধরেন। জাকব মার্ক টালি কোন রকমে পালিয়ে গিয়ে লন্ডনে তার আলোকচিত্র প্রকাশ করেছেন। সকল বিষয়ে এই নয়মাস যুক্তরাষ্ট্রের সরকার ছিল পাকিস্তানের পক্ষে। তবে ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের আগস্টে ভারত ও বাংলাদেশের সীমান্তে শরণার্থীদের শিবিরগুলোর মর্মান্তিক অমানবিক পরিস্থিতি নিজ চোখে দেখে যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাবশালী সিনেটর এডুয়ার্ড কেনেডি, যুক্তরাষ্ট্রের সিনেটে গিয়ে সারা বিশ্বের রাষ্ট্রপ্রধানদের কাছে ও বিশ্ববাসীর উদ্দেশে যে বিখ্যাত ভাষণ দিয়েছিলেন তাতে যুক্তরাষ্ট্রের জনগণ বাঙালিদের বাঁচার সংগ্রামে এগিয়ে আসেন। তিনি বিশ্ববাসীকে বলেন "বাংলাদেশের চরম দুঃখজনক পরিস্থিতি মানবতার বিরুদ্ধে হত্যাযজ্ঞ। এটা সামরিক শক্তি প্রয়োগে অসহায় মানুষকে মারার দুঃখজনক নিরস্ত্র কাহিনী। এটা যুদ্ধবিদ্ধস্ত মানুষেরই আরেকটি রূপ।"

অনেক রক্ত ও চরম ত্যাগের বিনিময়ে আমাদের স্বাধীন বাংলাদেশের জন্ম হয়েছে। "টেস্টিমনি অব সিক্সটি" পড়ার সাথে সাথে দু'চোখ ভিজে যায় অশ্রুজলে॥

১৭তম মৃত্যুবার্ষিকী

প্রয়াত যোসেফ রোজারিও
জন্ম: ১৭ ডিসেম্বর ১৯৪৪ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু: ৩১ জানুয়ারি ২০০৫ খ্রিস্টাব্দ
গ্রাম: দড়িপাড়া (মনেগ বাড়ি)

আমার প্রাণপ্রিয় বাবা,

অনেক ভালোবাসি বাবা তোমাকে। তোমার অভাব, শূন্যতা আমার অপূরণীয় ক্ষতি। যা এত বছরেও পূরণ হয়নি বাবা। তোমার সীমাহীন ভক্তি ভালোবাসা ছিল মা মারীয়ার প্রতি। সংসদ ভবনের মাঠে বসে মালা প্রার্থনা করতে সবসময়। নিয়মানুবর্তিতা ছিল তোমার জীবনের আদর্শ।

বাবা আমি জানি, কষ্টের জীবন তুমি শেষ করে মা-মারীয়ার আশ্রয়ে আছো। তুমি আমার জন্য প্রার্থনা কর যেন সমস্যা, বিপদ, রোগ, শোক থেকে নিরাপদে ও প্রার্থনাপূর্ণ জীবনযাপন করতে পারি বাবা।

ইতি
তোমার আদরের
"অশ্রু"

বিজ্ঞ/১৩/২২

অন্যরকম বড়দিন

খ্রীষ্টিনা স্নেহা গমেজ

গত বৎসর করোনায় স্কুল বন্ধ। সারাক্ষণ ঘরে বন্দি। আমি সব সময় বড়দিনে ঢাকায় থাকি। গ্রামে যাওয়ার সুযোগ হয় না। হঠাৎ এবার গ্রামে বড়দিন করার সুযোগ পেলাম। আমার এক দিদা-নানুর বিবাহের রজত জয়ন্তী উৎসবে যোগ দিতে ২৪ তারিখে রাজশাহী যাওয়ার জন্য বাসে ওঠলাম। পথে যমুনা নদী দেখলাম। আমাদের বাস সেতুর উপর থাকতে পাশ দিয়ে একটি ট্রেন গেল। সন্ধ্যায় বড়পাড়া পৌঁছালাম। পরদিন সকালে বনপাড়া গির্জায় মিশা শুনলাম। খুব সুন্দর গির্জা। বাইরে আকাশছোঁয়া মা মারীয়ার মূর্তি। বিকেলে অন্য আরেকটা গ্রামে গেলাম সন্ধ্যায় গায়ে হলুদের অনুষ্ঠান। ওখানে আমি অনেক বন্ধু পেলাম। ওরা অনেক ভাল। রাতে ওদের সাথে বাজি ফুটালাম, ফানুস উড়ালাম আর অন্ধকারে জোনাকি পোকা দেখতে খুব মজা লাগছিল। শেষে ওদের একজন বড় ভাই খেজুরের রস খাওয়ালো। পরের দিন অনুষ্ঠান শেষ করে সন্ধ্যায় ঢাকা ফেরার পালা। ওদেরকে রেখে আসতে খারাপ লাগছিল। আমাদের বিদায় দিতে ওরা সবাই বাস স্টপে আসছিল। আমাদের বাস ঢাকার উদ্দেশে রাজশাহী ছেড়ে আসল। নির্দিষ্ট সময় ঢাকা পৌঁছালাম। শুরু হল আবার বন্দী জীবন॥

কেমন তোমার ছবি এঁকেছি!

মেঘা মারীয়া গমেজ
হলি চাইল্ড আইডিয়াল স্কুল
৪র্থ শ্রেণি

বিচিত্র জীবন

ইভেট মিথিলা নাথারিয়েল

ছোট এ জীবন, ক্ষুদ্র পথ চলা,
ছোট এই জীবনের বিচিত্র পথে যাওয়া
ক্ষুদ্র এ জীবনে বিচিত্র মানুষের আনাগোনা।
ভালো মানুষের বেশে ভণ্ড লোক ঠকায়,
প্রকৃত মানুষ গুলো চিরকাল কষ্টপায়।
অন্য ধর্মের অবজ্ঞা করা সে তো অহংকার নয়,
বরং সব ধর্মকে শ্রদ্ধাকরাই শ্রেষ্ঠ ধর্ম হয়।
সম্প্রদায়িকতার বেড়াজালে বিশ্ব যে আবদ্ধ
একই সৃষ্টিকর্তা তবু ধর্ম নিয়ে করে যুদ্ধ।
চরিত্রহীনরা পায় সম্মান,
গরীব পায় লাঞ্ছনা-অপমান।
ভালোবাসা খোঁজেনা মানুষ
খোঁজে শুধু টাকা,
মানুষই আজ মহাদেবতা
ধ্বংস-লীলার খেলায়।

নতুন যুগের করি আয়োজন

খ্রীষ্টফার পিউরীফিকেশন

আশা জাগানিয়া নববর্ষ; করাঘাত দেয় দ্বারে,
ঝেড়ে ফেলে হতাশা, মৃত্যুভয় বরণ কর তারে।
যত ব্যর্থতা, হাহাকার সব মুহূর্তে হোক লীন,
এসেছে নববর্ষ, দিগন্তে প্রভাত এসেছে নতুন দিন।
আশা জাগানিয়া বছর এসেছে; নয় আর কোন ভয়,
মৃত্যু বিভীষিকা কেটেই যাবে; জীবনের হবে জয়।
করোনার আঘাতে; মৃত্যুর মিছিলে বিধ্বস্ত বিশ্বচরাচর,
উঠবেই জেগে আলো ঝলমল; ওই নব দিবাকর!
পাখি গাইছে; কলতান মুখর নব জীবনের ধারা,
বয়ে চলেছে গতিময় ঝর্ণা; হবেনা কিছুই হারা।
আকাশে দেখ মেঘমালা ওই; বরিষণের আয়োজনে,
ব্যস্ত কখন করবে ধরাকে; সিক্ত বরিষণে।
এসেছে নববর্ষ; নব প্রাণের হয়েছে উদ্বোধন,
এসো সবে মাতি; নতুন যুগের করি আয়োজন।

নবায়ন মন্ত্র

বনবিথির কবি

সংসারের দুর্গন্ধ, ঘামার্ত আঁধার
টেনে-কেচে স্তুপ করে
এসো উপাসক বিনে তোমরাই আজ
সুখে-দুঃখে, ধনে দারিদ্র্যে....
বিবাহমন্ত্রে নবায়ন হও
আবারও স্বপ্ন বাঁধ যুগল প্রেমে।

পার্বত্য এলাকার খাগড়াছড়ি ধর্মপল্লীতে বড়দিন উৎসব উদ্‌যাপন

ফাদার রবার্ট গনসালভেছঃ বড়দিন মফস্বলে উদ্‌যাপন করতে আমরা পালকীয় সেবা কর্মীদল পরিকল্পনা অনুযায়ী সর্বাধিক পাড়াতে বড়দিনের উৎসব উদ্‌যাপন করি। ২৪ ডিসেম্বর হতে ২৫ ডিসেম্বর পাড়া পর্যায়ে বড়দিনের খ্রিস্টযাগ, কীর্তন ও বড়দিনের প্রীতি-ভোজ, কেক কাটা এবং রকমারী পিঠা পরিবেশন করা হয়। ফাদার রবার্ট গনসালভেছ ২৪ ডিসেম্বর বীচিতলা, আকবাড়ী, ত্রিপুরা পাড়া ও বড়দিনের খ্রিস্টযাগ কুলিপাড়া চাকমা এলাকায় করেন, ফাদার পিন্টু কস্তা ভাইবোনছড়া, গাছবান ও বড়দিন মাটিরাঙ্গার ব্যাঙ্গমারায় পালন করেন এবং ফাদার জেরী গমেজ চেলাছড়া ও বড়দিন মাটিরাঙ্গায় যোগ দিয়েছিলেন। ২৫ ডিসেম্বর বিকেলে স্থানীয় খ্রিস্টভক্ত ও পরিবারের বিশ্বাসীদের নিয়ে খাগড়াছড়ি ধর্মপল্লীর মূল গির্জায় বড়দিনের খ্রিস্টযাগ অর্পন করা, কীর্তন এবং ঐদিন ১১ জন দীক্ষা প্রার্থীদের দীক্ষাস্নান প্রদান ও শেষে হালকা নাস্তা পরিবেশন করা হয়। তিনজন পুরোহিত সিস্টারসহ স্থানীয় খ্রিস্টভক্তগণ বড়দিনের উপাসনায় অংশগ্রহণ করেন। ৩ জন পবিত্র খ্রিস্টযাগ শেষে সকল পরিবারে নববর্ষের প্রতিবেশীর ক্যালেন্ডার বিতরণ করা হয়॥

রাজশাহীতে কারিতাস বাংলাদেশের সুবর্ণজয়ন্তী উদ্‌যাপন

অসীম ক্রুশ “কারিতাস বাংলাদেশ: ভালোবাসা ও সেবায় ৫০ বছরের পথ চলা”– এ মূলসুর ঘিরে বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থা কারিতাস বাংলাদেশ সুবর্ণজয়ন্তী উদ্‌যাপন শুরু করেছে। এরই অংশ হিসেবে কারিতাস রাজশাহী অঞ্চল গত ১৫ ডিসেম্বর ২০২১ খ্রিস্টাব্দ পবা উপজেলার আন্ধারকোঠা মিশন প্রাঙ্গণে সুবর্ণ জয়ন্তীর উদ্বোধনী অনুষ্ঠান শুরুর মধ্যদিয়ে অত্র অঞ্চলে জুবিলী বর্ষের কার্যক্রম শুরু হয়।

উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব লসমী চাকমা, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, পবা, রাজশাহী এবং গেস্ট অব অনার হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশপ জের্ভাস রোজারিও। এছাড়া বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মি. সেবাষ্টিয়ান রোজারিও, নির্বাহী পরিচালক, কারিতাস বাংলাদেশ; রেভা. ফাদার ইম্মানুয়েল কানন রোজারিও, চ্যাপলেইন ও সদস্য, আঞ্চলিক পরিকল্পনা ও মূল্যায়ন কমিটি, কারিতাস রাজশাহী অঞ্চল। এছাড়া অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কারিতাস বাংলাদেশের জিবি ও ইবি বোর্ডের অত্র অঞ্চলের সদস্য-সদস্যা, আঞ্চলিক পরিকল্পনা ও মূল্যায়ন কমিটির সদস্য-সদস্যা, কারিতাস দিনাজপুর অঞ্চলের আঞ্চলিক পরিচালক, কারিতাস রাজশাহী অঞ্চলের বিভিন্ন স্তরের প্রাক্তন ও বর্তমান কর্মকর্তা/কর্মীবৃন্দ, স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, উন্নয়ন মিত্র, কারিতাসের সহযোগী সমিতির সদস্য-সদস্যা ও জনসংগঠনের নেতৃবৃন্দ, যুব ও শিশু প্রতিনিধি, মিডিয়া প্রতিনিধি, বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধি এবং সান্তাল, উরাঁও, মাহালী ও পাহাড়িয়া কমিউনিটির জনগোষ্ঠী প্রমুখ।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সুক্লেশ জর্জ কস্তা, আঞ্চলিক পরিচালক, কারিতাস রাজশাহী অঞ্চল। অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি পবা উপজেলা নির্বাহী অফিসার জনাব লসমী চাকমা বলেন, বাংলাদেশের সুবর্ণ জয়ন্তী ও কারিতাসের সুবর্ণ জয়ন্তী একই সাথে যা খুবই খুশির। অনুষ্ঠানের গেস্ট অব অনার বিশপ জের্ভাস রোজারিও বলেন, “৭১’এর যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশে যুদ্ধের সময় ও যুদ্ধ তৎপরবর্তী দেশের পুনর্বাসন কাজ থেকে শুরু করে দেশের সমন্বিত উন্নয়নে কারিতাস ব্যাপক ভূমিকা রাখে। এছাড়া বর্তমানে শিক্ষা, স্বাস্থ্যসহ সকল কাজের পাশাপাশি আধ্যাত্মিক ও নৈতিক উন্নয়ন এবং ভালবাসা ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় ব্যাপক কাজ করছে। অনুষ্ঠানের সভাপতি সুক্লেশ জর্জ কস্তা অত্র অঞ্চলের ৫০ বছরের অর্জন ও অবদান তুলে ধরেন এবং যারা কারিতাসে অবদান রেখেছেন তাদের ধন্যবাদ জানান। কারিতাসের কার্যক্রমের উপর জীবনসাক্ষ্য প্রদানমূলক সহভাগিতা, দরিদ্র ও মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষাবৃত্তি প্রদান, বিশেষ মানবিক সহায়তা হিসেবে অসহায় দুঃস্থ গৃহহীনদের মাঝে গৃহ প্রদান এবং জুবিলী স্মারক প্রদান, ইত্যাদি। এছাড়াও অনুষ্ঠানে ছিল বর্ণাঢ্য র‍্যালি, আদিবাসী বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা, গম্ভীরা পরিবেশন ও পুরস্কার বিতরণ, ইত্যাদি। অতঃপর বর্ষব্যাপী জুবিলী উদ্‌যাপনের জন্য জুবিলী লগো, থিম সং ও অন্যান্য উপকরণাদী পাবনা জেলার চাটমোহর উপজেলায় হস্তান্তর করা হয়॥

বোর্ণী ধর্মপল্লীতে সামাজিক ন্যায্যতা ও শান্তি বিষয়ক সেমিনার

দীপক এক্কা ৪ ডিসেম্বর ২০২১ খ্রিস্টাব্দ রাজশাহী ধর্মপ্রদেশের দক্ষিণ ভিকারিয়ার বোর্ণী ধর্মপল্লীতে সামাজিক ন্যায্যতা ও শান্তি বিষয়ক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। রাজশাহী ধর্মপ্রদেশের ন্যায় ও শান্তি কমিশন, সিবিসিবি ন্যায় ও শান্তি কমিশন এবং তালিথা কুম বাংলাদেশ এই সেমিনারে পূর্ণ সহযোগিতা করে। পোপ ফ্রান্সিসের প্রৈরিতিক পত্র ‘লাউদাতো সি’ বা ‘তোমারই প্রশংসা হোক’ এর উপর ভিত্তি করে লাউদাতো সি অ্যাকশন প্লাটফর্ম ও মানবপাচার প্রতিরোধ বিষয়ে সহভাগিতা করা হয়।

উক্ত সেমিনারে সিবিসিবি’র ন্যায় ও শান্তি কমিশনের সভাপতি রাজশাহী ধর্মপ্রদেশের বিশপ জের্ভাস রোজারিও ন্যায় ও শান্তি কমিশনের সেক্রেটারী ফাদার লিটন এইচ গমেজ সিএসসি, বোর্ণী ধর্মপল্লীর পাল-পুরোহিত ফাদার সুশান্ত ডি’কস্তা, রাজশাহী ধর্মপ্রদেশের ন্যায় ও শান্তি কমিশনের

আহ্বায়ক ফাদার সাগর কোড়াইয়া সহ দক্ষিণ ভিকারিয়ার ৭টি ধর্মপল্লী থেকে ৩১ জন খ্রিস্টভক্ত অংশগ্রহণ করেন। রাজশাহী ধর্মপ্রদেশের ন্যায় ও শান্তি কমিশনের আহ্বায়ক ফাদার সাগর কোড়াইয়া বক্তব্যে বলেন, "পৃথিবীর সবকিছুই ঈশ্বরের সৃষ্টি! তবে আনন্দ, আশীর্বাদ ও পাশাপাশি দুঃখের বিষয় হচ্ছে শুধুমাত্র মানুষই অন্যান্য সৃষ্টিকে আধিপত্য, যত্ন ও ধ্বংস করতে পারে। পোপ ফ্রান্সিস সৃষ্টির প্রতি অবহেলা অন্তর গভীরে উপলব্ধি করে 'লাউদাতো সি' প্রৈরিতিক পত্র লিখেছেন। বিশপ জের্ভাস রোজারিও বলেন, মানবজাতি যেন ছুঁড়ে ফেলার সংস্কৃতিতে রয়েছে। এই সংস্কৃতি থেকে বের হয়ে আসার উপায় পোপ ফ্রান্সিস তার 'লাউদাতো সি' প্রৈরিতিক পত্রে ব্যক্ত করেছেন। মানুষ হিসাবে একে অপরের দিকে ভালবাসার দৃষ্টিতে আমাদের তাকানো দরকার।"

ফাদার লিটন এইচ গমেজ, সিএসসি পরিবেশ ও জীবন-জীবিকা সুরক্ষার্থে আমাদের করণীয় ও লাউদাতো সি অ্যাকশন প্লাটফর্ম বিষয়ে প্রাণবন্ত সহভাগিতা করেন। এরপর রাজশাহী ধর্মপ্রদেশের ন্যায় ও শান্তি কমিশনের সেক্রেটারী, কারিতাস রাজশাহীর কর্মকর্তা দীপক এক্কা মানবপাচার, মানবপাচারের উদ্দেশ্য ও এর প্রতিরোধে করণীয় বিষয়ে সহভাগিতা করেন। অবশেষে সেমিনার পরিচালনাকারী ও অংশগ্রহণকারী সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে মধ্যাহ্নভোজের মধ্য দিয়ে সামাজিক ন্যায্যতা ও শান্তি বিষয়ক সেমিনার সমাপ্ত হয়॥

মট্‌স এ কারিতাস বাংলাদেশের সুবর্ণজয়ন্তী উদ্‌যাপন

রানা কস্তা ▯ "ভালোবাসা ও সেবায় ৫০ বছরের পথচলা" এই প্রতিপাদ্য নিয়ে কারিতাস বাংলাদেশ সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসব পালন করছে। এরই ধারাবাহিকতায় গত ২২ ডিসেম্বর ২০২১ খ্রিস্টাব্দ মট্‌স প্রাঙ্গণে বিকাল ৩:৩০ মিনিটে অনুষ্ঠিত হয় সুবর্ণ জয়ন্তী অনুষ্ঠান। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেন শ্রদ্ধেয় আর্চবিশপ বিজয় এন ডি'ক্রুজ ওএমআই, বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ফাদার প্রশান্ত টি রিবেরু, ভাইস প্রেসিডেন্ট, কারিতাস বাংলাদেশ, মি: সেবাস্টিয়ান রোজারিও, নির্বাহী পরিচালক, কারিতাস বাংলাদেশ। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন কারিতাস বাংলাদেশের কেন্দ্রিয় ও ট্রাস্ট পরিচালকবৃন্দ, আঞ্চলিক পরিচালক, কারিতাস ঢাকা অঞ্চল, মট্‌স বোর্ড অব ট্রাস্ট এর সদস্যসহ প্রাক্তন নির্বাহী পরিচালক, প্রাক্তন মট্‌স পরিচালকবৃন্দসহ অন্যান্য অতিথিবৃন্দ এবং মট্‌স এর কর্মীবৃন্দ। অনুষ্ঠানের প্রথম পর্বে জাতীয় পতাকা উত্তোলন, বেলুন, ফ্যাস্টুন ও কবুতরের মাধ্যমে ওড়ানো এবং বৃক্ষরোপণ করা হয়।

অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্বে মট্‌স পরিচালক মি: ডমিনিক দিলু পিরিছ এর শুভেচ্ছা বক্তব্যের মাধ্যমে অনুষ্ঠান আরম্ভ হয়। উদ্বোধনী নৃত্য, ভিডিও ডকুমেন্টারী প্রদর্শন, থিম সং এর মাধ্যমে মোমবাতি প্রজ্বলন, দলীয় নৃত্য ও নাটিকার মাধ্যমে পুরো অনুষ্ঠানই ছিল প্রাণবন্ত ও আনন্দময়।

সুবর্ণজয়ন্তী উদ্‌যাপন কমিটির আহ্বায়ক মি: মার্টিন রোনাল্ড প্রামানিক উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন এবং বড়দিনের কীর্তনের মধ্যদিয়ে অনুষ্ঠান সমাপ্ত হয়॥

Bangladesh Youth First Concerns (BYFC)

Head Office: BYFC Center, B-8/9 East Bhabanipur, Ganda, Savar, Dhaka

JOB CIRCULAR

S/L	Positions	Program	Education (Minimum)	Experience	Other Experience	Work Station	No of Position	Salary
1	**Program Manager**	Drug & HIV AIDS Prevention project	Bachelor Degree	3 years' experience in program	Program Management, Computer, Driving License	Head Office	01	Negotiable
2	**Program Officer**	Different Short Time projects	Bachelor Degree	2 years' experience in program	Program Planning, Implementation, Computer	Head Office	01	Do
3	**HR & Admin Officer**	HR & Admin Works	Bachelor in Management, PGDHR prefer	02 years' experience in HR/Admin job	Good in Bangla & English Typing, Computer Knowledge	Head Office	01	Do
4	**Program Organizer**	Different Short time projects	H.S.C	Volunteer & Leadership experience	Program planning & organizing, Computer	Head Office	01	Do

How to Apply / Submit your application:

Read Carefully! Please send a cover letter (no more than 2 sides of A4), an up-to-date CV with a recent P.P. size photograph, National Identity Card (NID) copy within January 22, 2022 mentioning the position's name on the envelop or Email's subject line, you applied. To, **HR & Admin Department, Bangladesh Youth First Concerns, B-8/9 East Bhabanipur, Genda, Savar, Dhaka 1340, Mobile: 01321175001 Or, Email to:** jobbyfc@gmail.com The authority preserves the rights to select/finalized the candidate and interview related matter. **Please visit our website (www.yfcbd.com) before apply and to know about us**

বিজ্ঞ/২১/২২

দড়িপাড়া সাধু ফ্রান্সিস জেভিয়ার প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সুবর্ণ জয়ন্তী উদ্‌যাপন

ডেভিড পিটার পালমা: গত ৭ এবং ৮ জানুয়ারি ২০২২ খ্রিস্টাব্দ রোজ শুক্রবার ও শনিবার ভাওয়াল অঞ্চলের পবিত্র পরিবারের ধর্মপল্লী দড়িপাড়াতে সাধু ফ্রান্সিস জেভিয়ার প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ৫০ বছর পূর্তির সুবর্ণ জয়ন্তী দু'দিনব্যাপী মহাসমারোহে উদ্‌যাপন করা হয়। মহতী অনুষ্ঠানের ১ম দিন বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের গাজীপুর- ৫ আসনের মাননীয় সংসদ সদস্য জনাব মেহের আফরোজ চুমকি এবং ২য় দিন শ্রদ্ধেয় আর্চবিশপ বিজয় এনডি' ক্রুজ ওএমআই প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। মাননীয় সংসদ সদস্য জনাব মেহের আফরোজ চুমকি বলেন, "দড়িপাড়া সাধু ফ্রান্সিস জেভিয়ার প্রাথমিক বিদ্যালয় হাঁটি হাঁটি পা পা করে ৫০টি বছর অতিক্রম করেছে। আমরা আশা করি তা ধীরে ধীরে মাধ্যমিক থেকে উচ্চ মাধমিক ও এ রূপান্তরিত হবে। মা শিক্ষিত হলে সন্তানরাও শিক্ষিত হবে। বর্তমান বাস্তবতায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছেলেদের থেকে মেয়েদের সংখ্যাই বেশি। ছাত্র-ছাত্রীদের সুশিক্ষা দিতে অধিকাংশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে জাতীয়করণ করা হচ্ছে। ছাত্র-ছাত্রীদের নিরাপত্তার লক্ষ্যে অবকাঠামোগত উন্নয়ন, বিনামূল্যে বই বিতরণ, উপবৃত্তিসহ বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।" শুক্রবার বিকাল ৩টায় আসন গ্রহণ, জাতীয় পতাকা উত্তোলন ও জাতীয় সংগীত পরিবেশন, বরণ নৃত্য, অতিথিগণের বক্তব্য, স্মৃতিচারণ, প্রার্থনা এবং আলোর অনুষ্ঠান ও সাংস্কৃতিক সন্ধ্যার মধ্যদিয়ে শেষ হয় প্রথম দিন। শনিবার সকাল ৯টায় পবিত্র খ্রিস্টযাগে মধ্যদিয়ে শুরু হয় ২য় দিনের কার্য পরিক্রমা। পবিত্র খ্রিস্টযাগর উৎসর্গ করেন আর্চবিশপ বিজয় এন ডি' ক্রুজ ওএমআই এবং সেই সাথে উপস্থিত ছিলেন ৭জন সহার্পিত যাজক। উপদেশে বিশপ বলেন, "জুবিলী হলো ঈশ্বরের সেই সনাতন, সুন্দর পরিকল্পনায় ফিরে যাওয়া। জুবিলী সময়টা আনন্দের, মুক্তির, স্বাধীনতা লাভের, এ সময়টা ন্যায়তা প্রতিষ্ঠার। শিশুদের সম্পর্কে বলেন, শিশুদের প্রতি যত্নশীল হতে হবে কারণ তাদের মাঝে রয়েছে ঈশ্বরত্ব। কোন ভাবেই তাদের অবহেলা, অত্যাচার করা যাবে না। তাদের কখনো বোকা, ছাগল, পাগল, শয়তান অলস ইত্যাদি ঠিক না এগুলো শিশুদের ভবিষ্যৎ নষ্ট করে দেয়। শিশুদের সর্বদা উৎসাহিত করতে হবে, আনন্দময় পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে।" খ্রিস্টযাগের পর শ্লোগান ও বাজনার তালে তালে আনন্দ র‍্যালি যোগে বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে প্রবেশ করা হয়। বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ৫০ বছরের চিহ্নস্বরূপ ৫০টি প্রদীপ প্রজ্বলন ও এই বিশেষ দিনটি স্মরণীয় করে রাখতে পরিবেশ বান্ধব বৃক্ষরোপন করা হয়। অতিথিদের আসন গ্রহণ ও স্মরণীকার মোড়ক উন্মোচনের পর পরলোকগত শিক্ষক/শিক্ষিকা ও ছাত্র/ছাত্রীদের আত্মার কল্যাণে কিছু সময় নিরবতা পালন করা হয়। এরপর বক্তব্য রাখেন প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক পরিমল গমেজ, বিশপ বিজয় এন ডি' ক্রুজ, সিস্টার আশিষ এসএমআরএ ও সন্মানিত অতিথিগণ। গুণীজন সম্বর্ধণার পর মধ্যাহ্ন ভোজে বিরতি রাখা হয় ও বিকেলে বিদ্যালয়ের উন্নয়ন, ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা উপস্থাপন, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, লটারী ড্র ও ধন্যবাদজ্ঞাপনের মধ্যদিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়॥

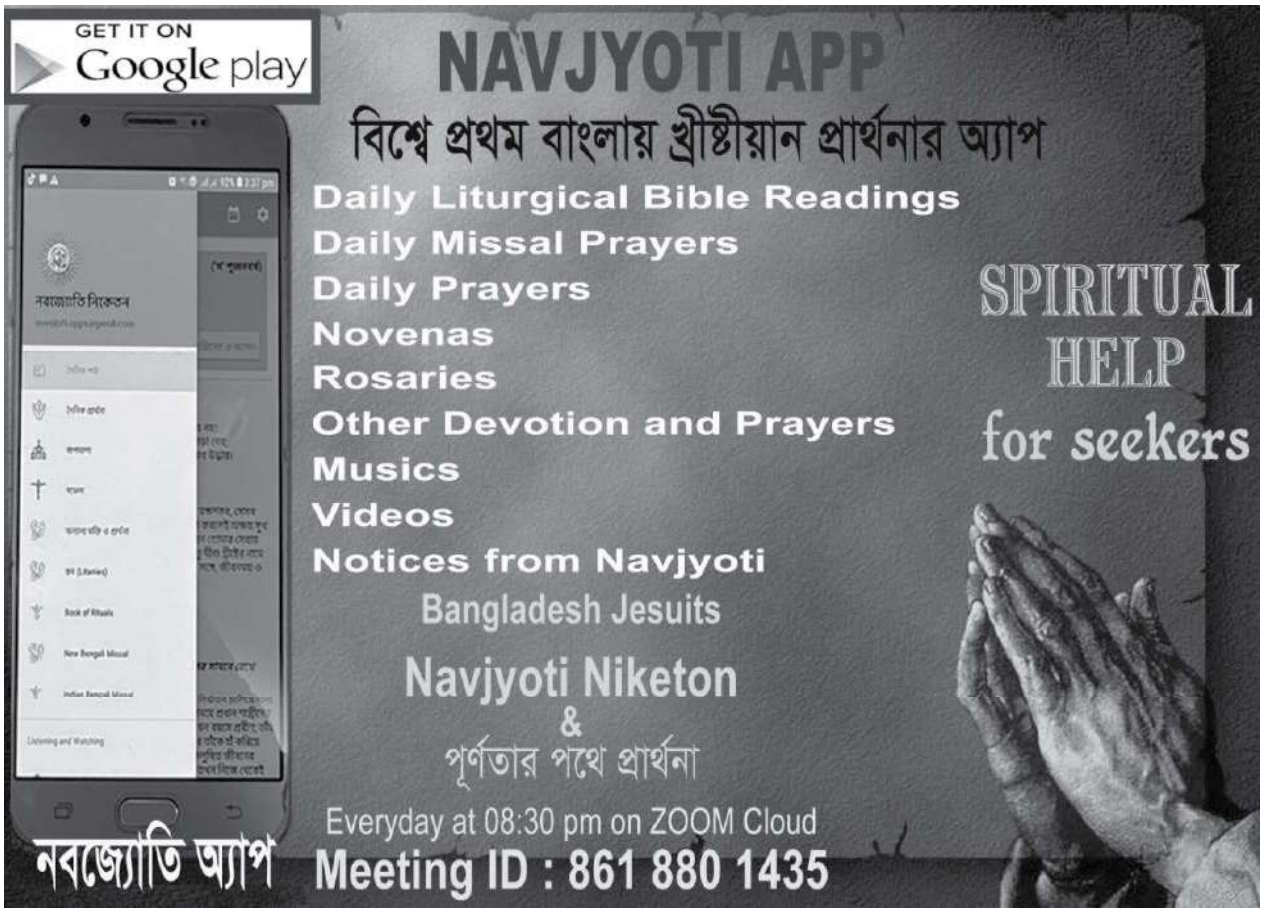

বিজ্ঞ/০০/২২

মট্‌স ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড অনুমোদিত, কোড: ৫০০১২৩

৪ বছর মেয়াদি ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষাক্রম

ভর্তি বিজ্ঞপ্তি

(কারিতাস অঞ্চল ভিত্তিক)

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড এর নির্দেশনা মোতাবেক মট্‌স এর ৪ বছর মেয়াদি ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষাক্রম ২০২১-২০২২ শিক্ষাবর্ষের (১৮তম ব্যাচ) কার্যক্রম শুরু হবে। কারিতাসের মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে কারিতাসের কর্ম এলাকা, ধর্মপল্লী ও আদিবাসী দরিদ্র পরিবারের সন্তানদের আংশিক স্টাইপেন্ডের মাধ্যমে **অটোমোবাইল, সিভিল, ইলেকট্রিক্যাল, ইলেকট্রনিক্স ও মেকানিক্যাল টেকনোলজিতে** ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি করা হবে। কারিতাস আঞ্চলিক অফিস সমূহের মাধ্যমে নির্দিষ্ট সংখ্যক যোগ্য প্রার্থী বাছাই করা হবে। এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট কারিতাস আঞ্চলিক অফিসসমূহে ২৫ **জানুয়ারী, ২০২২ খ্রিস্টাব্দের** মধ্যে যোগাযোগ করতে অনুরোধ করা হলো।

-:কারিতাস অঞ্চলিক অফিসসমূহে যোগাযোগের ঠিকানা:-

আঞ্চলিক পরিচালক কারিতাস বরিশাল অঞ্চল সাগরদি, বরিশাল - ৮২০০ মোবা: ০১৭১৯-৯০৯৪৮৬	আঞ্চলিক পরিচালক কারিতাস চট্টগ্রাম অঞ্চল ১/ই বায়েজিদ বোস্তামী রোড (মিমি সুপার মার্কেটের পিছনে) পুর্ব নাসিরাবাদ, পাঁচলাইশ, চট্টগ্রাম মোবা: ০১৮১৫-০০৫২২৮	আঞ্চলিক পরিচালক কারিতাস ঢাকা অঞ্চল ১/সি-১/ডি, পল্লবী, মিরপুর - ১২ ঢাকা-১২১৬ মোবা: ০১৯৫৫-৫৯০৬৫৫	আঞ্চলিক পরিচালক কারিতাস দিনাজপুর অঞ্চল পশ্চিম শিবরামপুর পি. ও.বক্স-৮ দিনাজপুর - ৫২০০ মোবা: ০১৭১৩-৩৮৪০৫৫
আঞ্চলিক পরিচালক কারিতাস খুলনা অঞ্চল রূপসা ষ্ট্র্যান্ড রোড খুলনা - ৯১০০ মোবা: ০১৭১৮-৪০৪৩৮২	আঞ্চলিক পরিচালক কারিতাস ময়মনসিংহ অঞ্চল ১৫ ক্যাথলিক পাদ্রী মিশন রোড ভাটিকেশ্বর, ময়মনসিংহ - ২২০০ মোবা: ০১৭১৮-২৭১৭৩২	আঞ্চলিক পরিচালক কারিতাস রাজশাহী অঞ্চল পি.ও. বক্স-১৯ মহিশবাথান, রাজশাহী - ৬০০০ মোবা: ০১৭৯১-৬৯৪৬০১	আঞ্চলিক পরিচালক কারিতাস সিলেট অঞ্চল সুরমাগেট খাদিমনগর সিলেট - ৩১০৩ মোবা:০১৯৮০-০০৮৪২৯

শিক্ষাগত যোগ্যতা ও আবেদন করার নিয়ম:

১. বিজ্ঞান বিভাগ এস.এস.সি./সমমান পরীক্ষায় সর্বনিম্ন জি.পি.এ ২.৫০ প্রাপ্ত শিক্ষার্থীরা সরাসরি আবেদন করতে পারবে।

২. বিজ্ঞান বিভাগ ব্যতীত অন্যান্য বিভাগ (বাণিজ্য ও মানবিক বিভাগ) হতে সর্বনিম্ন জি.পি.এ ২.৫০ প্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের গণিত ও পদার্থ বিজ্ঞান বিষয়ে সক্ষমতা বৃদ্ধিমূলক কোর্সের (Remedial Course) পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে। সক্ষমতা বৃদ্ধিমূলক কোর্সের (Remedial Course) পরীক্ষা সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য আঞ্চলিক অফিস বা কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের ওয়েবসাইট (http://180.211.164.133/remedial) হতে সংগ্রহ করতে হবে।

৩. সাদা কাগজে জীবন বৃত্তান্তসহ নিজ হাতে লিখিত আবেদন পত্র।

৪. সদ্যতোলা পাসপোর্ট আকারের ২ কপি রঙিন ছবি।

৫. এস.এস.সি./সমমান পরীক্ষা পাশের প্রশংসাপত্র, প্রবেশপত্র, নম্বরপত্র অথবা অন-লাইন কপি এবং সক্ষমতা বৃদ্ধিমূলক কোর্সের (Remedial Course) পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার প্রমাণপত্র (শুধুমাত্র বাণিজ্য ও কলা বিভাগের জন্য) এর সত্যায়িত ফটোকপি।

উপরোক্ত নিয়মাবলী কেবলমাত্র আঞ্চলিক কোটায় যারা ভর্তি হয়ে মট্‌স ক্যাম্পাসে অবস্থান করে পড়াশুনা করবে তাদের জন্য প্রযোজ্য হবে।

অনাবাসিক ভর্তির নিয়মাবলী ও সুযোগসুবিধা:

অনাবাসিক শিক্ষার্থী (বাইরে অবস্থান করে) হিসেবে উপরোক্ত যে কোন টেকনোলজিতে মট্‌স এ পড়াশুনা করার সুযোগ রয়েছে।

১) টেকনোলজির নাম ও আসন সংখ্যা:

১.১ অটোমোবাইল টেকনোলজি (১০০টি) ১.২ সিভিল টেকনোলজি (৫০টি) ১.৩ ইলেকট্রিক্যাল টেকনোলজি (১০০টি)
১.৪ ইলেকট্রনিক্স টেকনোলজি(৫০টি) ১.৫ মেকানিক্যাল টেকনোলজি (১০০টি)

২) ভর্তিফরম ৫০০/- টাকা, ভর্তি ফি ৮,০০০/- টাকা, টিউশন ফি: মাসিক ৪,২০০/- টাকা।

৩) মেধাবী শিক্ষার্থীদের জন্য টিউশন ফি ছাড় (Waiver) এর ব্যবস্থা আছে (জিপিএ ৪.৭৬-৫.০০ পর্যন্ত ৫০% এবং জিপিএ ৪.৫০-৪.৭৫ পর্যন্ত ২৫%)।

৪) বিজ্ঞান বিভাগ এস.এস.সি./সমমান পরীক্ষায় সর্বনিম্ন জি.পি.এ ২.০০ প্রাপ্ত শিক্ষার্থীরা সরাসরি ভর্তি হতে পারবে। বিজ্ঞান বিভাগ ব্যতীত অন্যান্য বিভাগ (বাণিজ্য ও মানবিক বিভাগ) হতে সর্বনিম্ন জি.পি.এ ২.০০ প্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের গণিত ও পদার্থ বিজ্ঞান বিষয়ে সক্ষমতা বৃদ্ধিমূলক কোর্সের (Remedial Course) পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে। সক্ষমতা বৃদ্ধিমূলক কোর্সের (Remedial Course) পরীক্ষা সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য মট্‌স অফিস হতে সংগ্রহ করতে হবে।

আগ্রহী প্রার্থী ভর্তির জন্য সরাসরি অথবা অনলাইনে মট্‌স এর সাথে যোগাযোগ করে ভর্তির কার্যক্রম সম্পন্ন করতে পারবে।

বিস্তারিত তথ্যের জন্য যোগাযোগ করুন:

উর্ধ্বতন ব্যবস্থাপক (প্রশিক্ষণ ও শিক্ষা)
মট্‌স ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি, ১/সি-১/এ, পল্লবী, মিরপুর - ১২, ঢাকা-১২১৬
মোবাইল ঃ ০১৭২১২৭৫৭১৭, ০১৫৫২৩৮১২৯৬, ০১৭১৯৮৫১৬২৪
E-mail: mawts@caritasmc.org, tmmawts@caritasmc.org, Website : www.mawts.org

মট্‌স ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি কারিগরি শিক্ষার একটি বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান।

বিজ্ঞ/১৯/২২

চড়াখোলা খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ
গ্রাম: চড়াখোলা, পো:অ: কালীগঞ্জ, জেলা: গাজীপুর, বাংলাদেশ।
স্থাপিত: ৩১-১০-২০০৩ খ্রিস্টাব্দ, রেজি:নং-১৩,
তারিখ: ২২-০৯-২০০৪ খ্রিস্টাব্দ (সংশোধিত-৩০, ২০১২ খ্রিস্টাব্দ)

১৩তম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি
(আর্থিক বছর: জুলাই ২০২০ খ্রিস্টাব্দ-জুন-২০২১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত)

এতদ্বারা চড়াখোলা খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ এর সন্মানিত সকল সদস্য/সদস্যাবৃন্দের সদয় অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, আগামী ১৮ ফেব্রুয়ারী ২০২২ খ্রিস্টাব্দ, রোজ শুক্রবার, সকাল ১০ টায়, চড়াখোলা ফাদার উইস্ স্মৃতি প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে অত্র সমিতির ১৩তম বার্ষিক সাধারণ সভা আহ্বান করা হয়েছে।

উক্ত বার্ষিক সাধারণ সভায় সমিতির সন্মানিত সকল সদস্য/ সদস্যাদেরকে যথাসময়ে উপস্থিত থাকার জন্য বিনীত অনুরোধ করা হলো।

ধন্যবাদান্তে,

কমল উইলিয়াম গমেজ
চেয়ারম্যান
চড়াখোলা খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ

রিগ্যান মাইকেল পেরেরা
সেক্রেটারি
চড়াখোলা খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ

বিজ্ঞ/২০/২২

নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি

চড়াখোলা খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ এর সকল সন্মানিত সদস্য/সদস্যাদের সদয় অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, অত্র ক্রেডিট ইউনিয়ন এর শূন্য পদ পূরণের নিমিত্তে নিম্নলিখিত পদে যোগ্যতা সম্পন্ন পুরুষ/মহিলাদের নিকট হতে আবেদন পত্র আহ্বান করা যাচ্ছে:-

ক্রমিক নং	পদের নাম	পদের সংখ্যা	বেতন	বয়স, যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা
০১	হিসাব রক্ষক	০১ জন	আলোচনা সাপেক্ষে	**বয়সঃ** ৩০-৫০ বছর। **শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ** যে কোন স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে স্নাতক ডিগ্রি পাশ হতে হবে। **অভিজ্ঞতাঃ** ক্রেডিট ইউনিয়নে কাজের ২-৫ বছরের বাস্তব অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

ক) চাকুরীর সুবিধাদি:- সফলভাবে শিক্ষানবীশ পালন শেষে সমিতির চাকুরী বিধিমালা অনুযায়ী বেতন স্কেল, বাৎসরিক ইনক্রিমেন্ট, বাৎসরিক ২টি বোনাস, প্রভিডেন্ট ফান্ড, গ্র্যাচুইটি ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা সমিতির নিয়মানুযায়ী প্রদান করা হবে।

খ) শর্তাবলী:- ১) প্রার্থীকে অবশ্যই চড়াখোলা গ্রামের বাসিন্দা এবং অত্র সমিতির নিয়মিত সদস্য হতে হবে। ২) প্রার্থীকে অবশ্যই কম্পিউটার এম.এস. ওয়ার্ড, এ্যাক্সেল জানা থাকতে হবে এবং বাংলা টাইপে পারদর্শী হতে হবে। ৩) শুধুমাত্র বাছাইকৃত প্রার্থীকে লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষার জন্য ডাকা হবে।

আগ্রহীদের আগামী ২০/০১/২০২২ খ্রিস্টাব্দ রোজ বৃহস্পতিবার দুপুর ১টার মধ্যে লিখিত আবেদনপত্র, জীবন বৃত্তান্ত, ২ কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবি, সকল শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতার সনদ পত্রের ফটোকপি, মোবাইল নম্বরসহ আবেদন পত্র- বরাবর **"ম্যানেজার, ব্যবস্থাপনা কমিটি, চড়াখোলা খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ, চড়াখোলা, কালীগঞ্জ, গাজীপুর"** এই ঠিকানায় জমা দেয়ার জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে।

সমবায়ী শুভেচ্ছান্তে,

পংকজ প্লাসিড পেরেরা
ম্যানেজার
চড়াখোলা খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ

১১ বিধি-নিষেধ দিয়ে প্রজ্ঞাপন জারি

করোনা সংক্রমণ রোধে ১১টি বিধি-নিষেধ দিয়ে প্রজ্ঞাপন জারি করেছে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ। যা আগামী ১৩ জানুয়ারি থেকে কার্যকর হবে। গত সোমবার (১০ জানুয়ারি) সন্ধ্যায় মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ এই বিধি-নিষেধ জারি করে। প্রজ্ঞাপনে বলা হয়েছে, জনসাধারণকে অবশ্যই বাড়ি বাইরে গেলে মাস্ক পরিধান করতে হবে।

স্বাস্থ্যবিধি প্রতিপালন নিশ্চিতে সারা দেশে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা হবে। আগামী ১৩ জানুয়ারি থেকে পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত এ ১১ দফা নির্দেশনা মেনে চলতে হবে। ১১ দফা নির্দেশনা হলো:

১. দোকান, শপিংমল ও বাজারে ক্রেতা-বিক্রেতা এবং হোটেল-রেঁস্তোরাসহ সব জনসমাগমস্থলে বাধ্যতামূলকভাবে সবাইকে মাস্ক পরিধান করতে হবে। অন্যথায় আইনানুগ শাস্তির সম্মুখীন হতে হবে।
২. অফিস-আদালতসহ ঘরের বাইরে অবশ্যই মাস্ক ব্যবহার করতে হবে। স্বাস্থ্যবিধি প্রতিপালনে ব্যত্যয় রোধে সারাদেশে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করতে হবে।
৩. রেঁস্তোরায় বসে খাবার গ্রহণ এবং আবাসিক হোটেলে থাকার জন্য অবশ্যই করোনা টিকা সনদ প্রদর্শন করতে হবে।
৪. ১২ বছরের ঊর্ধ্বে সকল ছাত্র-ছাত্রীকে শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক নির্ধারিত তারিখের পরে টিকা সনদ ছাড়া শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হবে না।
৫. স্থলবন্দর, সমুদ্রবন্দর ও বিমানবন্দরসমূহে স্ক্রিনিং- এর সংখ্যা বাড়াতে হবে। পোর্টসমূহে ক্রু-দের জাহাজের বাইরে আসার ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা প্রদান করতে হবে। স্থলবন্দরগুলোতেও আগত ট্রাকের সাথে শুধুমাত্র ড্রাইভার থাকতে পারবে। কোনো সহকারী আসতে পারবে না। বিদেশগামীদের সঙ্গে আসা দর্শনার্থীদের বিমানবন্দরে প্রবেশ বন্ধ করতে হবে।
৬. ট্রেন, বাস এবং লঞ্চে সক্ষমতার অর্ধেক সংখ্যক যাত্রী নেওয়া যাবে। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ এ বিষয়ে কার্যকারিতার তারিখসহ সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা জারি করবে। সর্বপ্রকার যানের চালক ও সহকারীদের আবশ্যিকভাবে কোভিড-১৯ টিকা সনদধারী হতে হবে।
৭. বিদেশ থেকে আগত যাত্রীসহ সবাইকে বাধ্যতামূলক কোভিড-১৯ টিকা সনদ প্রদর্শন ও Rapid Antigen Test করতে হবে।
৮. স্বাস্থ্যবিধি প্রতিপালন এবং মাস্ক পরিধানের বিষয়ে সকল মসজিদে জুমার নামাজের খুতবায় ইমামগণ সংশ্লিষ্টদের সচেতন করবেন। জেলা প্রশাসক ও উপজেলা নির্বাহী অফিসারগণ এ বিষয়টি নিশ্চিত করবেন।
৯. সর্বসাধারণের করোনার টিকা এবং বুস্টার ডোজ গ্রহণ ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয় প্রচার এবং উদ্যোগ গ্রহণ করবে। এক্ষেত্রে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের সহায়তা গ্রহণ করবে।
১০. কোভিড আক্রান্তের হার ক্রমবর্ধমান হওয়ায় উন্মুক্ত স্থানে সর্বপ্রকার সামাজিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয় অনুষ্ঠান এবং সমাবেশসমূহ পরবর্তী নির্দেশনা না দেয়া পর্যন্ত বন্ধ রাখতে হবে।
১১. কোনো এলাকার ক্ষেত্রে বিশেষ কোনো পরিস্থিতির সৃষ্টি হলে সেক্ষেত্রে স্থানীয় প্রশাসন সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে আলোচনা করে ব্যবস্থা নিতে পারবে। এই বিধিনিষেধ কার্যকর করতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে সরকারের সংশ্লিষ্টদের প্রতি অনুরোধ জানানো হয়েছে।

অনন্তধামে যাত্রা

"শান্তি মহাশান্তি মাঝে তুমি আছো, সুন্দর ঐ রম্যদেশে তুমি আছো"

প্রয়াত সিলভেস্টার দেশাই

জন্ম: ২৫ নভেম্বর ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দ

মৃত্যু: ৩০ ডিসেম্বর ২০২১ খ্রিস্টাব্দ

রাঙ্গামাটিয়া, কালীগঞ্জ, গাজীপুর

২৫ তেজকুনিপাড়া, তেজগাঁও

ঢাকা-১২১৫

আমার সাধ না মিটিল আশা না ফুরাইল, তবু-সকলই ফুরাইয়া গেল। বাবা বলে ডাকার সাধ, বাবাকে নিয়ে একসাথে বেঁচে থাকার আশা সবই শেষ হয়ে গেল। সেই দিন, যে দিন আমার বাবা আমাকে ছেড়ে এই ধরণী থেকে চির কালের মত পিতা পরমেশ্বরের ডাকে সাড়া দিয়ে স্বর্গধামে চলে গেলেন। আমার বাবা শুধু বাবাই ছিলেন না বরং মায়ের মত সাড়াটা জীবন আমাদের পিতৃস্নেহ ও মাতৃস্নেহ দিয়েছেন।

বাবা তোমাকে কোন ভাবেই ভুলতে পারছি না। তোমার সেই নাম ধরে ডাকা, আমার দিকে নিরব দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকা, তোমার ভালোবাসা, আদর ও ছোঁয়া আমি সারাক্ষণ অনুভব করছি।

বাবা তুমি শুধু আমার বাবা ছিলে না আমার বড় সন্তানও ছিলে তুমি। সন্তান মাকে ছেড়ে চলে গেলে যেমন কষ্ট হয় আমি ঠিক তেমনই কষ্ট পাচ্ছি তোমাকে হারিয়ে। তোমার স্মৃতি আমার সমস্ত মন জুড়ে, ঘর জুড়ে রয়েছে।

আমার বাবা সিলভেস্টার দেশাই গত ৩০ ডিসেম্বর ২০২১ খ্রিস্টাব্দ সন্ধ্যা ৫:৫৫ মিনিটে আমার বাসায় মৃত্যুবরণ করেন। বাবার ইচ্ছা ছিল বাবার সবকিছু যেন আমার বাসাতে হয় এবং বাবা চেয়েছিলেন তার অবস্থা যখন খারাপ হয় সেই সময় যেন আমি বাবার সামনে থাকি। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, আমার বাবার এই ইচ্ছা পূরণ করার সুযোগ দেয়ার জন্য।

ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাই তুমি আমাদের সকলের হাতে পবিত্র পানি পান করে, আমাদের প্রার্থনা শুনতে শুনতে, গির্জার সন্ধ্যা কালীণ ঘণ্টা শুনে, দূত সংবাদ প্রার্থনা শেষে আমাদের ও পৃথিবীর মায়া ত্যাগ করে ঈশ্বরের ডাকে সাড়া দিয়েছো। ওপারে থেকে তুমি আমাদের আশীর্বাদ করো।

শোকার্ত পারিবারের পক্ষে

মেয়ে: জেনেভি দেশাই (শিপ্রা)

মেয়ে-জামাই: পলাশ পেরেরা

নাতি: আকাশ গাব্রিয়েল পেরেরা ও অনিত্য মাইকেল পেরেরা

বিজ্ঞ-১১/২০২২

বর্ষ ৮২ ❖ সংখ্যা - ০২
THE WEEKLY PRATIBESHI
Issue - 02
Regd. No. DA-34
❖ 16 - 2 January, 2022, ২ মাঘ - ৮ মাঘ, ১৪২৮ বঙ্গাব্দ

BOOK POST

"বাবা অনেক ভালোবাসি তোমায়"

প্রয়াত এডুয়ার্ড গমেজ

জন্ম: ১৩ জানুয়ারি ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু: ১৫ জুলাই ২০২০ খ্রিস্টাব্দ
গ্রাম: কাশীনগর, ওদার বাড়ি
নবাবগঞ্জ, ঢাকা

শ্রদ্ধাঞ্জলি

"সদা হেসে বলতে কথা, দিতে না প্রাণে ব্যথা,
মরণের পরে হলে, বেদনার স্মৃতি-গাঁথা"

প্রিয় বাবা, কতকাল, কতরাত দেখি না তোমায় ঐ হাসিমাখা মুখ, শুনতে পাইনা তোমার কণ্ঠস্বর। কখনও ভাবতে পারিনি এতো তাড়াতাড়ি তুমি আমাদের ছেড়ে না ফেরার দেশে চলে যাবে! তোমাকে ছাড়া আমাদের কোনকিছুই আর পরিপূর্ণতা পায়না। সর্বদাই একটা বিশাল শূণ্যতা থেকে যায়। কাজ শেষে বাড়ি ফিরলে তোমার স্নিগ্ধ হাসি দেখলেই মনটা জুড়িয়ে যেত কিন্তু এখন তুমি যে পুরোটাই একটা ছবিতে আবদ্ধ হয়ে আছো আমাদের মাঝে। তোমার ভেতরের কষ্ট কখনো আমাদের বুঝতে দাওনি, একাই সবকিছু হাসি মুখে নিয়েছো।

তুমি ছিলে আমাদের কাছে বটবৃক্ষের ছায়ার মতো, তোমাকে হারাবার পর আমরা বুঝতে পারলাম, বাবা ছাড়া পৃথিবী কতটা নিষ্ঠুর!

তুমি ছিলে ধর্মপ্রাণ সৎ, অমায়িক, পরোপকারী, কর্মঠ, দয়ালু ও স্নেহ প্রবণ একজন ব্যক্তি। সঙ্গীতের প্রতি ছিলো তোমার অসীম ভালবাসা। আমরা বিশ্বাস করি তুমি ঈশ্বরের সহিত স্বর্গরাজ্যে আছো। স্বর্গ থেকে তুমি আমাদের আশীর্বাদ করো, আমরা যেন তোমার আদর্শে চলতে পারি।

শোকাহত পরিবারের পক্ষে

সহধর্মিনী: অনিমা গমেজ
পুত্র ও পুত্রবধূ: জন-জেনিফার গমেজ ও ডমিনিক-ক্লারা গমেজ
একমাত্র কন্যা: মারীয়া টিনা গমেজ
আদরের নাতিরা: মার্ক এডুয়ার্ড গমেজ ও ফ্রান্সিস এড্রিয়ান গমেজ

বিজ্ঞ-১২/২০২২

শ্রদ্ধেয় ফাদার/সিস্টার/খ্রিস্টভক্তগণ

অতি আনন্দের সাথে জানানো যাচ্ছে যে, আগামী ১৬ জানুয়ারি, ২০২২ খ্রিস্টাব্দ রোজ রবিবার নবাই বটতলা ধর্মপল্লী, গোদাগাড়ী, রাজশাহীতে রক্ষাকারিণী মা মারীয়ার তীর্থ উৎসব মহা সমারহে পালন করা হবে। উক্ত ধর্মপ্রদেশীয় তীর্থে আপনাকে/আপনাদের সাদরে আমন্ত্রণ করা হচ্ছে। এই ধর্মপ্রদেশীয় মহা তীর্থে আপনাদের সবাইকে অংশগ্রহণ করে মা মারীয়ার অনুগ্রহ লাভ করবেন বলে আমাদের আন্তরিক শুভ কামনা ও প্রার্থনাপূর্ণ আশীর্বাদ রইল। পর্বীয় খ্রিস্টযাগে পৌরহিত্য করবেন পরম শ্রদ্ধেয় বিশপ জের্ভাস রোজারিও ডি.ডি. রাজশাহী ধর্মপ্রদেশ।

শুভেচ্ছান্তে
ফাদার মাইকেল কোড়াইয়া
পালক-পুরোহিত নবাই বটতলা ধর্মপল্লী

অনুষ্ঠান সূচী

নভেনা ও খ্রিস্টযাগ: ৭ থেকে ১৫ জানুয়ারি, ২০২২ খ্রিস্টাব্দ

১৬ জানুয়ারি ২০২২ খ্রিস্টাব্দ রোজ রবিবার সকাল ৮টায়
ক্রুশের পথ এবং এরপর পর্বীয় খ্রিস্টযাগ: সকাল ৯:৩০ মিনিট

খ্রিস্টযাগের সময়সূচী

প্রতিদিন সকালে ১০টা থেকে ১টা এবং বিকেল ৪:৩০ মিনিট থেকে বিকেল ৫:৩০ মিনিট।

পর্বকর্তা: ৫০০ টাকা এবং খ্রিস্টযাগের উদ্দেশ্য: ২০০ টাকা

যোগাযোগ
ফাদার মাইকেল কোড়াইয়া: ০১৭১১৪১৯১৫৬
ফাদার আরতুরে স্পেজিয়ালে পিমে: ০১৮৫৯৫৩৭৫৯০
ব্রাদার শিমন মারান্ডী: ০১৭৯৬৫৮৩২১৪

খ্রিস্টেতে পালক-পুরোহিতদ্বয় ও রক্ষাকারিণী মা মারীয়া তীর্থ উদ্‌যাপন কমিটি নবাই বটতলা ধর্মপল্লী, গোদাগাড়ী, রাজশাহী

বিজ্ঞ-১৬/২০২২

Edited & Published by **Fr. Bulbul Augustine Rebeiro,** Christian Communications Centre, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Bangladesh, Phone : (880-2) 47113885, Printed at Jerry Printing, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Phone : 47113885, E-Mail : **wklypratibeshi@gmail.com,** Web: weekly.pratibeshi.org